

কুরবানীর ফাযায়েল ও মাসায়েল

মাওলানা মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান

ফাযায়েল ও মাসায়েল

সংকলন ও সম্পাদনা

মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
দাওরা ও ইফতা : জামি'আ ফারুকিয়া, করাচী
উস্তাযুল হাদীস : জামি'আ ইসলামিয়া, ঢাকা



মুমতাজ লাইব্রেরী

মাকতাবাতুল আশরাফ-এর সহযোগী প্রতিষ্ঠান

১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

কুরবানীর ফাযায়েল ও মাসায়েল

সংকলন ও সম্পাদনা : মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান

প্রকাশক

আবু উসামা

মুমতায় লাইব্রেরী

(মাকতাবাতুল আশরাফ-এর সহযোগী প্রতিষ্ঠান)

ইসলামী টাওয়ার, দোকান নং-৫

১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন : ৭১৬৪৫২৭, ০১৭১১-১৪১৭৬৪

দ্বিতীয় সংস্করণ : অক্টোবর ২০১১ ঈসায়ী

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০০৯ ঈসায়ী

[সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রচ্ছদ : ইবনে মুমতায়

গ্রাফিক্স : সাইদুর রহমান

মুদ্রণ : মুস্তাহিদা প্রিন্টার্স

(মাকতাবাতুল আশরাফের সহযোগী প্রতিষ্ঠান)

৩/খ, পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা-১১০০

ISBN :

মূল্য : চল্লিশ টাকা মাত্র

ডিজাইন ও মুদ্রণ



মাকতাবাতুল আশরাফ

(অভিজ্ঞাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)

ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন : ৮৮-০২-৭১৬৪৫২৭, ০১৭১২-৮৯৫৭৮৫

ই-মেইল: support@maktabatulashraf.net

ওয়েবসাইট: www.maktabatulashraf.net

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

দু'টি কথা

যিলহজ্জ মাস সম্মানিত চার মাসের অন্যতম। এ মাসের সাথে মহান দু'টি ইবাদাত সম্পৃক্ত। তার একটি হলো হজ্জ আর অপরটি কুরবানী। হজ্জের সময় ও স্থান নির্ধারিত। সে সময় ও স্থান ব্যতীত হজ্জ হয় না। কুরবানীর জন্য যদিও কোন স্থান নির্ধারিত নয়, কিন্তু সময় নির্ধারিত। এ সময় ব্যতীত অন্য সময় কুরবানী হয় না।

কুরবানীর দিনগুলোতে কুরবানীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোন আমল নেই, কিন্তু কুরবানীর সওয়াব তখনই লাভ হবে যখন তা ইখলাসের সাথে মাসালা মোতাবেক সম্পাদন করা হবে।

এজন্য কুরবানীদাতার এ বিষয়ক মাসালা মাসায়েল ভালোভাবে জেনে নেওয়া অত্যন্ত জরুরী।

আলহামদুলিল্লাহ! মুসলিম সমাজের এ প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি রেখে আমরা এদেশের গবেষনামূলক উচ্চতর দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা-এর মুখপত্র মাসিক আল কাউসার-এ বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত কুরবানী বিষয়ক প্রবন্ধগুলোকে সংকলিত করেছি।

সংকলনের কাজটি অতি সংক্ষিপ্ত সময়ে করতে হয়েছে বিধায় কিছু অসংগতি থেকে যাওয়া বিচিত্র নয়। যদি কারো এমন কোন কিছু দৃষ্টি গোচর হয় তাহলে আমাদেরকে জানানোর অনুরোধ করছি। যাতে পরবর্তীতে সংশোধন করে নেয়া যায়। আমাদের সংকলন যদি কারো উপকারে আসে তাহলে আমরা আমাদের শ্রম স্বার্থক মনে করবো।

পরিশেষে এ সকল প্রবন্ধের লেখক এবং আলকাউসার পরিবারের সকলের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আল্লাহপাক তাদের সবাইকে কবুল করুন এবং আমাদেরকে তাঁর সন্তুষ্টির পথে চলার তাওফীক দান করুন। আমীন! ইয়া রাক্বাল আলামীন।

তারিখ

২২ মিলক্বদ ১৪৩০ হিজরী

১১ নভেম্বর, ২০০৯ ইসারী

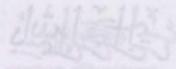
বিনীত

মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান

১৩৬, আজীমপুর, ঢাকা-১২০৫

কুরবানীর ফাযায়েল ও মাসায়েল

সংকলন ও সম্পাদনা : মুহাম্মাদ হুসাইন মুহাম্মাদ



বিসমিল্লাহ

মুমতাজ আল-ইব্রেরী

গীর্হ নাফস হয্যাক মাসায়িল তা হেত্যাক মাসায়িল সব্বী তালীফক নাম মুহাম্মাদ
 হুসাইন মুহাম্মাদ । শিকারকু তালীফক মাসায়িল কুরবানী মাসায়িল । কাম্বল আনামক
 হালীফ মাস হালীফকু । তা হুসাইন মুহাম্মাদ শাহর তা হুসাইন মুহাম্মাদ । তালীফকী মাস
 হুসাইন মুহাম্মাদ হুসাইন মুহাম্মাদ । তালীফকী হুসাইন মুহাম্মাদ হুসাইন মুহাম্মাদ

হুসাইন মুহাম্মাদ হুসাইন মুহাম্মাদ হুসাইন মুহাম্মাদ হুসাইন মুহাম্মাদ
 হুসাইন মুহাম্মাদ হুসাইন মুহাম্মাদ হুসাইন মুহাম্মাদ হুসাইন মুহাম্মাদ
 হুসাইন মুহাম্মাদ হুসাইন মুহাম্মাদ হুসাইন মুহাম্মাদ হুসাইন মুহাম্মাদ

সূচীপত্র

বিলহজ্জ মাস : ফযীলত ও করণীয়	৫
করণীয় আমলসমূহ	৬
বর্জনীয় আমলসমূহ	৯
ত্যাগ ও বিসর্জনের ঐশী আনন্দ আদ্বাহুর রাহে কুরবানী	১১
কুরবানীর মুনাফা	১১
একটি শ্লোগান এবং কিছু কথা	১৩
সৃষ্টির বাহবা নয় সৃষ্টির সম্ভষ্টিই হোক পরম আরাধ্য	১৪
ইবাদতে চাই যত্ন, নিষ্ঠা ও সৌন্দর্যপ্রিয়তা	১৫
অপরিচ্ছন্নতা মোটেই কাম্য নয়	১৬
কুরবানীর ফাযায়েল ও মাসায়েল	১৭
কুরবানীর ফাযায়েল	১৭
কুরবানীর মাসায়েল	১৭
কুরআন ও সুন্নাহুর আলোকে কুরবানী	২৯
কুরবানীতে 'সমাজ প্রথা' বিষয়ক কয়েকটি প্রশ্ন ও তার উত্তর	৪২

যিলহজ্ব মাস : ফযীলত ও করণীয়

- মাওলানা যুবায়ের হোসাইন

এই দিন এই সময় যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনিই একে বিভিন্নভাবে বিন্যস্ত করেছেন। বছর, মাস, সপ্তাহ, দিন, রাত ইত্যাদি তিনিই সাজিয়েছেন। আর তিনিই তাঁর অপার মহিমা ও প্রজ্ঞায় এবং একক হেকমত ও কুদরতের বলে বছরের কিছু মাস, মাসের কিছু দিন এবং দিনের কিছু অংশকে বিশেষ বৈশিষ্ট্য-মণ্ডিত করেছেন। যিলহজ্ব মাস সেগুলোর অন্যতম।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, “নিশ্চয় আল্লাহর বিধান ও গণনায় মাস বারটি আসমানসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকে।’ তার মধ্যে চারটি সম্মানিত। এটিই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান। সুতরাং এতে তোমরা নিজেদের প্রতি অত্যাচার করো না।” -সূরা তাওবা ৩৬

আয়াতে উল্লিখিত সম্মানিত চারটি মাস কী কী তা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীস শরীফে বলে দিয়েছেন। সেগুলোর তিনটি হচ্ছে ধারাবাহিক আর একটি হচ্ছে বছরের মাঝে। ধারাবাহিক তিনটি হলো যিলকদ, যিলহজ্ব ও মররম এবং বছরের মাঝেরটি হচ্ছে রজব। -সহীহ বুখারী ২/৬৭২; তাফসীরে ইবনে কাসীর ২/৩৮৯

ইসলামপূর্ব আরবরাও এ মাসগুলোকে সম্মানিত মনে করত এবং এগুলোতে যুদ্ধ-বিগ্রহ থেকে বিরত থাকত। মুফাস্সিরীনে কেরামের তাফসীরের আলোকে বোঝা যায় যিলহজ্ব মাসের পবিত্রতাই মূলত এখানে মুখ্য।

এ মাসটি হজ্বের মাস। ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ এ মাসের সাথে জড়িত। এ মাসে যেন সকল মানুষ নির্বিশ্লে এমসে হজ্ব আদায় করতে পারে, সে জন্য এর আগের মাস যিলকদকে আরবের মুশরিকরাও সম্মানিত মনে করত। এ মাসে সব ধরনের হানাহানি, কাটাকাটি নিষিদ্ধ মনে করত। আবার যেন মানুষ হজ্ব আদায় করে আপন জায়গায় নির্বিশ্লে ফিরে যেতে পারে সে জন্য এর পরের মাস মররমকেও তারা সম্মানিত মনে করত এবং তারা এ মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হওয়াকে অপরাধ মনে করত।

ইসলামে হানাহানি, কাটাকাটি এমনিতেই নিষেধ আর এ সম্মানিত মাসসমূহে সেসব আরো মারাত্মক অপরাধ হিসেবে পরিগণিত হয়। মূলত যিলহজ্ব মাসের পবিত্রতা রক্ষা এবং সে ফযীলতপূর্ণ দিনগুলো যথাযথভাবে

পালন করার লক্ষ্যেই আগে পরের মাস দুটিকেও সম্মানিত সাব্যস্ত করা হয়েছে।
-তাকসীরে ইবনে কাসীর ২/৩৯১

যিলহজ্জ মাসের বিশেষ কিছু অংশের আরো কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সূরা ফজরের শুরুতে আল্লাহ তাআলা শপথ করে বলেন-

وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ

‘শপথ ফজরের, শপথ দশ রাতের।’

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. হযরত ইবনে যুবায়ের রাযি. ও মুজাহিদ রহ. প্রমুখ মুফাসসির সাহাবী ও তাবেরীয়র মতে ‘দশ রাত’ বলতে যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ রাতকেই বোঝানো হয়েছে। -তাকসীরে ইবনে কাসীর ৪/৫৩৫

নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালায় কাছে এ দশকের এমন মর্যাদাই রয়েছে। তাই তিনি এগুলোর শপথ করেছেন।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদীস থেকে এ দশকের ফযীলত আরো স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়। হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, নবীজী ইরশাদ করেন-

مَأْمَنُ أَيَّامِ الْعَمَلِ الصَّالِحِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ فِيهِنَّ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ يَعْنِي عَشْرَ ذِي الْحِجَّةِ قَالُوا: وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلًا خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ

“আল্লাহ তাআলার নিকট কোন দিনের নেক আমলই এদিনগুলোর (যিলহজ্জের ১ম দশকের) নেক আমলের চেয়ে অধিক প্রিয় নয়। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদও নয়; উত্তরে বলেন, না আল্লাহর রাস্তায় জিহাদও নয়; তবে হ্যাঁ, যদি কোন ব্যক্তি নিজের জান ও মাল নিয়ে বের হয় আর তার কোন কিছুই নিয়ে সে ফিরে না আসে।” -সহীহ বুখারী ১/১৩২; তাকসীরে ইবনে কাসীর ৪/৫৩৫

এ ছাড়াও আরো ফযীলত হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে। শুধু হজ্জ ও কুরবানীই এ মাসের ফযীলতকে বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। এ পবিত্র মাস ও দিনগুলোতে আমাদের যেসব করণীয় ও বর্জনীয় কাজ রয়েছে সেগুলোর ব্যাপারে অবহেলার কোন সুযোগ নেই।

করণীয় আমলসমূহ

১. আল্লাহ তাআলা যাদেরকে হজ্জ পালন করার মত সামর্থ্য দিয়েছেন তাদের গুরুদায়িত্বটি আদায় করা, কোন ধরনের অহেতুক ওজর-আপত্তি দেখিয়ে

অবহেলা না করা, দুনিয়ার অন্যান্য প্রয়োজন পেছনে রেখে হজ্ব আদায়কে অধিক গুরুত্ব দেওয়া। আমাদের কেউ যদি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ্ব না করে থাকে তাহলে তার আল্লাহ তাআলার দরবারে অনুতপ্ত হওয়া উচিত এবং এখনই দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা করা দরকার যে, পরবর্তী মৌসুমে যেন কোনভাবেই আমার হজ্ব অনাদায় থেকে না যায়।

২. যাদের তেমন আর্থিক স্বচ্ছলতা নেই তাদের সব সময় আল্লাহর দরবারে দুআ করা উচিত। তাওফীকদাতা এক মাত্র তিনিই। নিঃস্ব ব্যক্তিকে সামর্থ্যবান করা তাঁরই কাজ। তাই একজন মুসলমান হিসেবে আমাদের সবারই হজ্ব আদায়ের আশ্রয় থাকা দরকার।

আমাদের বুয়ূর্গানে ধ্বিনের এমন বহু ঘটনা পাওয়া যায়, যাদের শুধু কাবা যেয়ারতের অদম্য আশ্রয়ই ছিল; বাহ্যিক সামর্থ্য বলতে কিছুই ছিল না। আল্লাহ তাআলা তাঁদের সে আশ্রয় ও তামান্না পূর্ণ করেছেন। ঘরে দুবেলা খাবারের ব্যবস্থা না থাকলেও কাবা যেয়ারত তাঁদের নসীব হয়ে গেছে।

৩. কুরবানী দেওয়ার মত আর্থিক স্বচ্ছলতা যাদের রয়েছে তাদের কুরবানী দেওয়া উচিত। যাদের উপর কুরবানী ওয়াজিব নয়, তাদেরও সাধ্যমত তা আদায়ের চেষ্টা করা উচিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কুরবানীর দিন আল্লাহর নামে পশু জবাই করার চেয়ে উত্তম আর কোন আমল নেই। তাই এ ফযীলতপূর্ণ আমলে আমাদের সবারই শরীক হওয়া দরকার।

অন্য হাদীসে ইরশাদ হয়েছে, জবাইকৃত পশুর গায়ের পশম পরিমাণ সওয়াব আল্লাহ তাআলা বান্দাকে দান করবেন। এমন একটি পুণ্যময় কাজে আমাদের অবহেলা দুঃখজনক। তবে মনে রাখতে হবে, এ কুরবানী যেন কখনো লোক দেখানোর জন্য বা নিজের বাহাদুরি প্রকাশের জন্য না হয় এবং দুনিয়াবি প্রতিযোগিতায় জেতার জন্য না হয়।

৪. যিলহজ্ব মাসের প্রথম দশক অর্থাৎ ঈদের দিন ব্যতীত বাকি নয় দিন রোযা রাখার বিশেষ ফযীলতও হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে। হযরত হাফসা রাযি. বর্ণনা করেন, “নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশুয়ার রোযা, যিলহজ্বের প্রথম দশকের রোযা এবং প্রত্যেক মাসের তিন রোযা কখনো ছাড়তেন না।” -মুসনাদে আহমদ ৭/৪০৮, হাদীস ২৫৯২০

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিলহজ্বের রোযা রাখতেন না এ ধরনের একটি বর্ণনাও রয়েছে, তবে মুহাদ্দিসীনে কেলাম রোযা রাখার বর্ণনাটিকেই বিভিন্নভাবে প্রাধান্য দিয়েছেন। এছাড়া অন্যান্য হাদীসেও এ দিনগুলোতে রোযা রাখার বিভিন্ন ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। আর পূর্বোল্লিখিত

সহীহ বুখারীর হাদীস থেকে এ কথা স্পষ্ট সাব্যস্ত হয়েছে যে, এদিনগুলোর ইবাদত আল্লাহ তাআলার দরবারে সবচেয়ে বেশি প্রিয়। তাই রোযা, নামায, তাসবীহ, তেলাওয়াত সবকিছু যতবেশি সম্ভব করা দরকার।

৫. যিলহজ্জ মাসের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ করণীয় কাজ হচ্ছে 'আইয়ামে তাশরীকে' ফরয নামাযের পর তাকবীর বলা। নয় তারিখের ফজরের নামায থেকে তের তারিখের আসর নামায পর্যন্ত এ আমলটি চলবে। তাকবীরে তাশরীক হচ্ছে—

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَاللَّهُ أَحْمَدُ

-দাতায়েফুল মাআরেফ ৩১৫

নামায জামাআতের সাথে হোক বা একাকি, পুরুষ মহিলা সবার জন্য প্রতি ফরয নামাযের পর এ তাকবীরটি একবার বলা ওয়াজিব। পুরুষরা উচ্চস্বরে বলবে আর মহিলারা অনুচ্চস্বরে। নামায কাযা হয়ে গেলে কাযা নামায আদায় করার পরও তাকবীর বলবে। যদি কোন নামাযের পর তাকবীর বলতে ভুলে যায় তাহলে অন্য নামাযের পরে তা কাযা করার কোন বিধান নেই।

৬. বিভিন্ন হাদীসে 'ইয়াওমে আরাফা' অর্থাৎ যিলহজ্জের নয় তারিখের বিশেষ ফযীলতের কথা বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা এই দিনে এত অধিক পরিমাণে মানুষকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন যা আর কোন দিন দেন না। আরাফার ময়দানে উপস্থিত হাজীদের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের সামনে ফখর করেন; তাদের জীর্ণশীর্ণ অবস্থার উপর আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট হয়ে যান। তাই যে কোন দুআ কবুলের উত্তম সময় হল আরাফার দিন। তাই এ দিনটিকে বিশেষভাবে মূল্যায়ন করা উচিত।

এই আরাফার দিনে আমাদের বিশেষ করণীয় হচ্ছে—

(ক) সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

صِيَامُ يَوْمٍ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالَّتِي بَعْدَهُ.

“আরাফার দিনের (৯ যিলহজ্জের) রোযার ব্যাপারে আমি আল্লাহর কাছে আশা করি তিনি এর দ্বারা এক বছর আগের ও এক বছর পরের গুনাহ মাফ করে দেবেন।” -মুসলিম ১/৩৬৭

(খ) নিজের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সব ধরনের নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত রাখা উচিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

يَوْمٌ عَرَفَةَ هَذَا يَوْمٌ مَنْ مَلَكَ فِيهِ سَمِعَهُ وَبَصَرَهُ وَلِسَانَهُ غُفِرَ لَهُ.

“আরাফার দিন এমন একটি দিন যেদিন কোন ব্যক্তি তার কান, চোখ ও যবানকে নিয়ন্ত্রণে রাখবে আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করে দেবেন।” -মুসনাদে ইমাম আহমদ-লাতায়েকুল মাআরেফ ৩০৮

(গ) এ দিনে ইখলাস ও বিশ্বাসের সাথে অধিক পরিমাণে কালেমা তাওহীদ পাঠ করা উচিত। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফার দিন এ কালেমাটি খুব বেশি পড়তেন-

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

জামে তিরমিযীর বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সবচেয়ে উত্তম দুআ হচ্ছে আরাফার দিনের দুআ। আর আমি ও আমার পূর্ববর্তী নবীগণ যা বলেছেন তার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম কথা হচ্ছে-

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ....

এমনিভাবে আরো হাদীসে অধিক পরিমাণে ইস্তেগফার করার ফযীলতের কথা এসেছে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এ আমলগুলো যথাযথভাবে করার তাওফীক দান করুন।

বর্জনীয় আমলসমূহ

যিলহজ্জ মাস যেহেতু একটি পবিত্র মাস, সম্মানিত মাস, তাই এর পবিত্রতাও সেভাবেই রক্ষা করতে হবে। এ মাসের পবিত্র দিনগুলোতে নেক কাজের যেমন বিশাল সওয়াব রয়েছে, তেমনি এদিনগুলোতে গুনাহেরও ভয়াবহ শাস্তি রয়েছে। তাই এ দিনগুলোকে অপবিত্র করার মত কোন আচরণ যেন আমাদের থেকে প্রকাশ না পায়। উদাহরণস্বরূপ দুয়েকটি তুলে ধরছি।

১. ঈদ উপলক্ষ্যে গুনাহের সরঞ্জাম জোগাড় করা। এমন অনেক পরিবার রয়েছে যাদেরকে দ্বীনদার বা নামাযী পরিবার বলে মানুষ জ্ঞান করে থাকে, সেখানেও ঈদ উপলক্ষ্যে এ পবিত্র মাসে টিভি, ভিসিআর ও ডিশের সংযোগ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে দেখা যায়। এ দিনগুলোতে যে আমলগুলো করতে বলা হয়েছে তা না করে গুনাহের পাহাড় তৈরির প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হয়, এটা বড়ই দুঃখজনক।

২. ইসলামের একটি পবিত্র খুশির দিনকে বিজাতীয় কালচার ওদের মেলার মত করে সাজানো এবং শরীয়তের বিধি-বিধান জলাঞ্জলি দিয়ে বিধর্মীদের আচার-আচরণের মাধ্যমে ঈদ উযদাপন করা। এ বিষয়টা আমাদের

সমাজকে আজ বহুলাংশে গ্রাস করে ফেলেছে। ফলে এ সময়ে আল্লাহ তাআলার দরবারে মিনতি করার পরিবর্তে ডাক-টোল পেটানো, বেহায়াপনা ও বেলেল্লাপনাকেই গ্রহণ করতে বেশি দেখা যায়। এসব ব্যাপারে সতর্ক হওয়া জরুরি।

৩. বর্তমানে কুরবানী ও পবিত্র হজ্জের মাসটি এমন সময় আসছে যার সামান্য কিছু দিন পরই যখন ঈসায়ী সনের শেষ ও শুরু। এ সনের শেষ ও শুরুতে বরণ করতে গিয়ে সমাজে এমন অশালীন আচার-আচরণের বহিঃপ্রকাশ ঘটে যা এ মাসের পবিত্রতাকে সম্পূর্ণ নিরর্থক করে দেয়। থার্মিফাস্ট নাইট তথা বর্ষবরণের সময় মুসলমানদের আজকাল মনেই থাকে না যে, তারা একটি পবিত্র মাসের পবিত্র সময় অতিবাহিত করছে। এ সময় তাদের কী করা উচিত ছিল অথচ কী করছে।

৪. এ মাসটি ইবাদতের। যেকোন ইবাদতই এ মাসে করা যেতে পারে। তবে নির্দিষ্ট পদ্ধতির কোন নামায বা অন্য কোন আমল এ মাসের জন্য বিশেষভাবে নেই। কোন কোন বাজারি বইয়ে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট সুরা দিয়ে বিভিন্ন নামাযের ফযীলতও বর্ণিত আছে— এগুলো ভিত্তিহীন; কোন নির্ভরযোগ্য হাদীসের কিতাবে এগুলো নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের সাথে এগুলোর কোন সম্পর্ক নেই।

৫. এমনিভাবে যিলহজ্জের প্রথম তারিখের জন্য নির্দিষ্ট দুআ, দ্বিতীয় তারিখের জন্য নির্দিষ্ট দুআ, এভাবে প্রত্যেক তারিখের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দুআর কথাও কোন কোন বইয়ে উল্লেখ আছে। এগুলোরও কোন ভিত্তি নেই। যেকোন দুআই যেকোন সময় করা যায়।

এ পবিত্র দিনগুলোর কিছু ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটও আছে একথা সত্য; কিন্তু কোন কোন অনির্ভরযোগ্য বইয়ে আরাফার দিন, কুরবানীর দিন এমনিভাবে অন্যান্য দিনের এমন কিছু ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে যেগুলোর কোন ভিত্তি নেই।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এদিনগুলোর ফযীলত যথাযথভাবে উপলব্ধি করার এবং সে মোতাবেক আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

ত্যাগ ও বিসর্জনের ঐশী আনন্দ আল্লাহর রাহে কুরবানী

- মাওলানা যাকারিয়া আব্দুল্লাহ

একজন বিখ্যাত মানুষ তার পাঠকদের একটি গল্প বলেছেন। গল্পটি হল, 'এক ব্যবসায়ী রাত-দিন শুধু পয়সা কামানোর ধান্দায় থাকত। এ ছাড়া অন্য কোন চিন্তাই তার ছিল না। লোকটি যখন মারা গেল, তার কবরে ফেরেশতা এসে জিজ্ঞেস করল, 'এ্যাই মিয়া, যাবে কোথায়, বেহেশতে না দোযখে? লোকটি তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, দুপয়সার মুনাফা যেখানে হবে আমাকে সেখানেই নিয়ে যাও।'

এটা একটা গল্প। কিন্তু চরিত্রের যে রূপায়ন এই গল্পে হয়েছে আজকের বাস্তব চিত্রের সাথে তার খুব বেশি অমিল নেই। জাগতিক লাভালাভই আজ আমাদের প্রধান বিবেচ্য। আমরা যেন সব কিছুতেই এক হিসাব চালাতে চাই। সব কিছুকেই মাপ দিতে চাই এক পাল্লায়। এমনকি ইবাদত-বন্দেগীর ক্ষেত্রেও অনেক মানুষ জাগতিক মুনাফা খোঁজেন। যদি কিছু পাওয়া গেল তো ইবাদতটি তাদের কাছে অর্থবহরূপে প্রতিভাত হয়; নতুবা তারা এ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতেই আগ্রহ বোধ করেন। পবিত্র কুরআনে বোধ হয় এ ধরনের মানসিকতারই চিত্রায়ন হয়েছে এভাবে-

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ

“কিছু লোক এমন আছে যারা আল্লাহর ইবাদত করে এক পার্শ্বে দাঁড়িয়ে। যদি তারা (পার্থিব) কিছু কল্যাণ লাভ করে তো স্থির থাকে আর যদি কোন পরীক্ষার সম্মুখীন হয় তাহলে (ইবাদত থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয়। এরা দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ই হারাণ। আর এটাই হল স্পষ্ট লোকসান।” -সূরা হজ্ব ১১

কুরবানীর মুনাফা

কুরবানী একটি ইবাদত। কুরবানী হল ত্যাগের মহিমায় সমুজ্জ্বল আনুগত্য। কিন্তু মুনাফাবাদী দর্শনের আয়নায় এটি প্রতিভাত হয় এভাবে- 'প্রতিবছর কোটি কোটি টাকার পণ্ড জবাই করা হয়। এ টাকাগুলো যদি

লাভজনক কোন খাতে বিনিয়োগ করা হত তাহলে তা থেকে কত টাকা মুনাফা আসত! আর্থিক দিক দিয়ে আমরা কতদূর অগ্রসর হতে পারতাম!

কিন্তু প্রশ্ন হল আমরা যাকে কুরবানী বলি তার মধ্যেও যদি সেই স্থূল মুনাফাই খোঁজা হয় তাহলে তা কুরবানী হবে কীভাবে? আর তাতে ইবাদতের যে প্রাণ-শর্তহীন আনুগত্য তা-ই বা থাকে কীভাবে?

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ইসলামের সকল বিধানই মানুষের জন্য কল্যাণকর। পরকালীন কল্যাণ তো আছেই ওহীর বিধানে জাগতিক উপকারিতাও আছে। ইসলামের যে অংশটি 'ইবাদত' নামে অভিহিত তা-ও এর ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু ইবাদতের মূলকথা হল, মহান আল্লাহর প্রতি শর্তহীন আনুগত্য। জাগতিক উপকারিতা এখানে মুখ্য নয়।

পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা, রমযান মাসের রোযা রাখা স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী। কিন্তু স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য যদি কেউ এসব ইবাদত করে তবে এর চেয়ে নির্বুদ্ধিতা আর কী হতে পারে? এতো হিরক খণ্ডের বদলে কাঁচ নিয়ে সম্ভ্রষ্ট হওয়ার মত।

হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে আল্লাহ তাআলা ওহী পাঠান, 'তোমার পুত্রকে আমার জন্য কুরবানী কর।' ইবরাহীম (আ.) সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তাআলার আদেশ পালনে প্রস্তুত হয়ে যান। তিনি এই প্রশ্ন করেননি যে, মহামহিম আমার নাবালগে সন্তানের কী অপরাধ যার জন্য তাকে এই কঠিন শাস্তির মুখোমুখি হতে হচ্ছে। আর আমিই বা কী অপরাধ করেছি যে, প্রাণাধিক প্রিয় পুত্রকে নিজ হাতে জবাই করার এই দণ্ড তুমি আমাকে দিলে? না, তিনি কোন প্রশ্নই করেননি। আল্লাহ তাআলা আদেশ করেছেন, আমি আদেশ পালনে তৈরি। এটাই তো বন্দেগীর অর্থ, দাসত্বের মর্ম ওদিকে যাকে জবাই করার ফরমান এসেছে তিনিও প্রস্তুত আল্লাহর আদেশের সামনে নিজেকে সঁপে দেওয়ার জন্য। ইবরাহীম (আ.) পুত্রকে বললেন-

يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى

“প্রিয় পুত্র, আমি স্বপ্নে দেখেছি, তোমাকে জবাই করছি। এখন তোমার মতামত বল।”

নবীর ছেলে, ভবিষ্যতের নবী। বয়সে নবীন কিন্তু বুঝে ফেলেছেন নবীর স্বপ্ন সাধারণ মানুষের স্বপ্নের মত নয়, এটা আল্লাহর ওহী। আল্লাহর নির্দেশ এসেছে আমাকে ছুরির নিচে মাথা পেতে দিতে হবে। তিনিও প্রস্তুত হয়ে গেলেন। দাসত্ব ও আত্মসমর্পণের এর চেয়ে বড় নিদর্শন আর কী হতে পারে! পিতা-পুত্র উভয়েই এই প্রেরণায় উজ্জীবিত- 'জান দী দী হুই উসী কী ধী, হক্ক

তো ইয়ে হ্যায় কে হক আদা না ছয়া।' প্রাণ দিয়েছি, কিন্তু এই প্রাণ তো তারই দেওয়া। আহ! মুহাব্বতের দাবি তোমার, হল না যে, পূরণ করা!

আল্লাহ তাআলাও চাননি ইসমাঈল (আ.) ছুরির নিচে প্রাণ দিয়ে দিন। তাই বেহেশত থেকে তার ফিদইয়া পাঠিয়ে দিলেন। হযরত ইবরাহীম (আ.) তা আল্লাহর নামে জবাই করে দিলেন। এই ঘটনার মধ্যে দিয়ে মহান রাক্বুল আলামীন পিতা-পুত্রের চরম আনুগত্যের নিদর্শন বিশ্ববাসীর সামনে স্থাপন করে দিলেন। সত্যাত্মবীররা যুগ যুগ ধরে এখান থেকে আনুগত্যের সবক নেবে। স্থূল বিচার-বিবেচনার উপরে কীভাবে মহান রাক্বুল আলামীনের আদেশ পালনকে প্রাধান্য দিতে হয়, তার শিক্ষা নেবে। আল্লাহর আদেশের সামনে সকল জাগতিক স্বার্থকে কীভাবে কুরবান করতে হয় তার জীবন্ত দৃষ্টান্ত চোখের সামনে দেখতে পাবে। পিতা-পুত্রের সেই অমর স্মৃতিকে মুসলিম জাতির মানসপটে জাগরুক রাখার জন্য প্রতি বছর তাঁদের অনুসরণে পশু কুরবানীর আদেশ দেওয়া হয়েছে। কুরবানী থেকে যদি আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের এই শ্রেণা লাভ করা যায়, যার পরম দৃষ্টান্ত ইবরাহীম (আ.) স্থাপন করেছিলেন সেটা কি খুব সামান্য মুনাফা হবে? (যিক্কর ও ফিক্কর, আল্লামা তাকী উসমানী দা.বা.)

একটি শ্লোগান এবং কিছু কথা

একটি কথা মনে পড়ে গেল। বেশ কিছু দিন আগে আজিমপুর থেকে মতিঝিলের দিকে আসার সময় বাসের ভেতর থেকে দেয়ালে সাঁটা একটা ছন্দবন্ধ শ্লোগান চোখে পড়েছিল। পুরো ছন্দটি মনে নেই, কিন্তু ভাবার্থটা স্পষ্ট মনে আছে। সেখানে লেখা ছিল, 'পশুর নয় পশুত্বের কুরবানী চাই। মনের পশুরে করো জবাই, এতে পশুরাও বাঁচে বাঁচে সবাই।' কী চমৎকার কথা! কিন্তু মুশকিল হল, প্রথম দৃষ্টিতে যেমন চমৎকার মনে হয় দ্বিতীয় দৃষ্টিতে আর ততটা মনে হয় না। তৃতীয় ও চতুর্থবারে তো রীতিমত কুৎসিত লাগে। শব্দের কারিশমা ছাড়া এর ভেতরে আর কোন সারবস্তু নেই। কেননা, পশুত্বের কুরবানী হোক এটা তো ইসলামের হুকুম। কিন্তু এর সাথে পশু কুরবানীর কী বিরোধ? এখানে তো পশু জবাই করা মূলকথা নয়; মূলকথা হল আল্লাহর আদেশ পালন করা। সৃষ্টিকর্তা যখন পশু জবাই করতে আদেশ করেছেন তখন তার আদেশই তো পালন করতে হবে। পশু কেন, যদি তিনি নিজের জান-মাল কুরবান করতে আদেশ করেন তবে সে আদেশও তো আমাদের পালন করতে হবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, 'কুরবানীর পশুর রক্ত-গোশত কিছুই আল্লাহর কাছে পৌছে না, তাঁর কাছে শুধু তোমাদের মনের খোদাতীতিই পৌছে।'।

এই আনুগত্যের শ্রেণা সৃষ্টি হলে তবেই তো মানুষের পক্ষে পশুত্বের স্তর

থেকে মনুষ্যত্বের স্তরে উন্নীত হওয়া সম্ভব হবে। আজ মহান রাক্বুল আলামীনের আদেশের প্রতি শতহীন আনুগত্যের প্রেরণা নেই বলেই তো আমরা পশুত্বের স্তরে শুধু নেমে এসেছি তাই নয় সেই সীমাও অতিক্রম করে গেছি। আজ সমাজের রক্তে রক্তে দুর্নীতি কেন? খুন, ধর্ষণ, রাহাজানি আজ নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার কেন? এসব তো এজন্যই যে আমরা আমাদের পার্থিব স্বার্থ-চিন্তার কাছে আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের প্রেরণাকে জলাঞ্জলি দিয়েছি। তাই আজ সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন 'আবদিয়াতের' প্রেরণা পুনরায় জাগ্রত করা। আমাদেরকে মহান আল্লাহর আনুগত্যের শপথ নিতে হবে। যে পথে এই আনুগত্যের প্রেরণা সৃষ্টি হয় সে পথেই আমাদের চলতে হবে। তাহলে আমরা মনুষ্যত্বের স্তরে উন্নীত হতে পারব। কিন্তু কিছু অন্তঃসার শূন্য শব্দমালার চমক লাগানো ব্যবহারের মাধ্যমে যদি সেই আনুগত্যের বন্ধনকেই শিথিল করার প্রচেষ্টা চালানো হয় তবে সেটা মানুষের কল্যাণকামিতা নয়, মানুষকে পশুত্বের স্তরে বেঁধে রাখারই হীন প্রয়াস হবে।

সৃষ্টির বাহবা নয় স্রষ্টার সন্তুষ্টিই হোক পরম আরাধা

কুরবানীর মূলকথাই যেহেতু আল্লাহর আনুগত্য তাই এখানে লোক দেখানোর কোন অবকাশ নেই। মানুষের বাহবা কুড়ানো কিংবা পাড়াপ্রতিবেশীর ঈর্ষাকাতর দৃষ্টির সুখটুকু লাভ করার জন্য যদি বড় পশু কেনা হয় তবে তাতে কুরবানীর সারবত্তাই যাবে নষ্ট হয়ে কুরবানীর মধ্যে তো সেই মানসিকতাই কার্যকর থাকতে হবে যা পবিত্র কুরআনে এভাবে বিধৃত রয়েছে—

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

“বলুন, আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন-মরণ সবই আল্লাহর জন্য যিনি সবার পরওয়ারদেগার।” -সূরা আনআম ১৬২

সাধ্যমত সুন্দর হস্তপুষ্ট পশু কুরবানী করা শরীয়তে কাম্য। কিন্তু সেটা তো মানুষের প্রশংসা কুড়ানোর জন্য নয়, মহান রাক্বুল আলামীনের আদেশের প্রতি আন্তরিক আনুগত্য প্রকাশ করার জন্য। কোন কোন ব্যুর্গের জীবনীতে আছে যে, তারা যে পশুটি আগামী বছর কুরবানী করবেন তা নিজ হাতে লালন-পালন করতেন; নিজহাতে খাওয়াতেন; নিজহাতে গোসল করতেন। এভাবে পশুটির সাথে তার গভীর অন্তরঙ্গতা সৃষ্টি হত। এরপর যখন কুরবানীর দিন আসত তখন প্রিয় পশুটিকে নিজহাতে আল্লাহর নামে কুরবানী করে দিতেন। সুবহানাল্লাহ! এ যেন সেই ইবরাহীমী শানের একটি বলক। প্রিয় বস্তুটি আল্লাহর জন্য কুরবান করার কী আশ্চর্য প্রেরণা! এই প্রেরণা থাকলে তবেই তো কুরবানী সার্থক হবে।

সামান্য চিন্তা করুন, এই প্রেরণা আর সেই মানসিকতার মধ্যে দূরত্ব কী পরিমাণ। আল্লাহ-প্রেমের এই প্রেরণাটির পবিত্রতা, সুউচ্চতা আর নিরুলুঘতা একটু অনুভব করুন। তাহলে মানুষের প্রশংসা প্রাপ্তির সেই মানসিকতাটির স্থূলতা, নীচুতা, আর হীনতাও একদম স্পষ্ট হয়ে যাবে। যে মহান কাজে এত বড় প্রাপ্তির সম্ভবনা ছিল, এত তুচ্ছ একটি বিষয় দিয়ে তা কলুষিত করা কি বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। তাই হৃদয়মনের সবটুকু মুহাব্বত নিয়ে সবচেয়ে ভাল পশুটি ক্রয় করুন এবং একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তা কুরবানী করুন।

ইবাদতে চাই যত্ন, নিষ্ঠা ও সৌন্দর্যপ্রিয়তা

সুরূচি ও কর্মনিষ্ঠা ইসলামের অন্যতম প্রধান শিক্ষা। যতটা ব্যাপক ও গভীরভাবে এ শিক্ষা ইসলাম দিয়েছে অন্য কোথাও আপনি তা খুঁজে পাবেন না। ইসলাম প্রতিটি কাজকে সুন্দর সুচারুরূপে সম্পাদন করার আদেশ করে। ক্রটিপূর্ণ বা 'কোন মতে কাজ সারা' ইসলামের শিক্ষা নয়। ইবাদত-বন্দেগী, লেনদেন, সামাজিকতা, নীতি-নৈতিকতা সবক্ষেত্রেই ইসলামের এই শিক্ষা পরিব্যাপ্ত। ইবাদত-বন্দেগীর মধ্যে তার মূল্যই সর্বাধিক, যা সবচেয়ে সুন্দরভাবে সম্পাদিত হয়। হাদীস শরীফে ইবাদতের সর্বোচ্চ মকামকে 'ইহসান' নামে অভিহিত করা হয়েছে।

ইহসান শব্দটি 'ছসন' থেকে এসেছে; যার অর্থ হচ্ছে 'সৌন্দর্য'। ইবাদত সৌন্দর্যমণ্ডিত হওয়ার অর্থ হল তা ক্রটিমুক্ত ও সুচারুরূপে সম্পাদিত হওয়া। কুরবানীও একটি মহান ইবাদত। এই ইবাদতকে সুন্দরভাবে সম্পাদন করতে হলে যেমন অভ্যন্তরীণ সেসব বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজন, যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে; তেমনি বাহ্যিক অনেক ব্যাপারও এখানে অপরিহার্য। যেমন কুরবানীর পশুকে যথাসম্ভব কম কষ্ট দিয়ে জবাই করা। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে—

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَلْيَحْسِنِ الذَّبْحَ وَلْيَجِدْ أَحَدَكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ

“আল্লাহ তাআলা সকল বিষয়ে সুন্দরভাবে সম্পাদন ওয়াজিব করেছেন। সুতরাং যখন তোমরা (মৃত্যুদণ্ড ইত্যাদিতে) হত্যা করবে তখন সুন্দরভাবে হত্যা কর। আর যখন (পশু) জবাই করবে তখন সুন্দরভাবে জবাই কর। তোমাদের প্রত্যেকে যেন তার ছুরিকে ধার করে নেয় এবং তার পশুকে শান্তি দেয়।” -সহীহ মুসলিম, হাদীস ৫০১৭

যেসব কাজে পশুর কষ্ট বৃদ্ধি পায় এমন সব কাজই এই হাদীসের মাধ্যমে নিষিদ্ধ হয়েছে। যেমন জবাই করার পর পশু সম্পূর্ণ নিস্তেজ হওয়ার আগেই চামড়া খসাতে আরম্ভ করা। জবাই সম্পন্ন হওয়ার পর শুধু শুধু পশুর গলায়

খোঁচাখুঁচি করা। এক পশুর সামনে আরেক পশু জবাই করা। পশুর সামনে ছুরি ধার দেওয়া ইত্যাদি সবই নিষেধ।

অপরিচ্ছন্নতা মোটেই কাম্য নয়

কুরবানীর পশু জবাই করার পর তার রক্ত, নাড়িভুঁড়ি ও অন্যান্য আবর্জনা যত্রতত্র ফেলে না রাখা ইবাদতটির পূর্ণতার জন্য জরুরি। হাদীস শরীফে বসত-বাড়ির আঙিনা ও আশপাশের পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার আদেশ করা হয়েছে। অপরিচ্ছন্নতা ইসলামে সমর্থিত নয়। বিশেষ করে শহরাঞ্চলে এ বিষয়টি আরো মনোযোগের দাবিদার। কেননা এসব স্থানে সাধারণত মানুষের চলাচলের সড়কে, সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত মাঠে, বাসাবাড়ির খোলা আঙ্গিনায় কুরবানী করা হয়। কুরবানীর পরপর যদি কুরবানীর স্থানটি পরিষ্কার না করা হয় তাহলে অনেক মানুষের কষ্টের কারণ হয়। বলাবাহুল্য, অন্য মুসলমানকে কষ্ট দেওয়া ইসলামের দৃষ্টিতে গুনাহের কাজ।

তাই ইবাদতের পূর্ণাঙ্গতার জন্য এদিকেও দৃষ্টি রাখা জরুরি।

আসুন, আমরা আল্লাহর কাছে দুআ করি, তিনি যেন আমাদেরকে তাঁর নির্ঠাবান বান্দা হিসেবে গ্রহণ করেন এবং তাঁর দাসত্ব ও আবদিয়্যাতের শ্রেণণাই যেন হয় আমাদের সকল কর্মের নিয়ামক।

কুরবানীর ফাযায়েল ও মাসায়েল

- মুফতী মুহাম্মাদ ইয়াহইয়া

কুরবানীর ফাযায়েল

কুরবানী একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। হাদীস শরীফে এ ইবাদতের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। এক হাদীসে এসেছে, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ফাতেমা রাযিকের তাঁর কুরবানীর নিকট উপস্থিত থাকতে বলেন এবং ইরশাদ করেন, এই কুরবানীর প্রথম রক্তবিন্দু প্রবাহিত হওয়ার সাথে সাথে আল্লাহ তাআলা তোমার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিবেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এটা কি শুধু আহলে বায়তের জন্য, নাকি সকল মুসলিমের জন্য? তিনি উত্তরে বললেন, এই ফযীলত সকল মুসলিমের জন্য।' - মুসনাদে বাযযার-আত্‌তারগীব ওয়াত্‌তারহীব ২/১৫৪

অপরদিকে যারা সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও এই ইবাদত পালন করে না তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'যার কুরবানীর সামর্থ্য রয়েছে কিন্তু কুরবানী করে না সে যেন আমাদের ঈদগাহে না আসে।' - মুত্তাদরাকে হাকেম- আত্‌তারগীব ওয়াত্‌তারহীব ২/১৫৫

ইবাদতের মূলকথা হল আল্লাহ তাআলার আনুগত্য এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের প্রেরণা। তাই যে কোনো ইবাদতের পূর্ণতার জন্য দুটি বিষয় জরুরি। ইখলাস তথা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পালন করা এবং শরীয়তের নির্দেশনা মোতাবেক মাসায়েল অনুযায়ী সম্পাদন করা। এ সংক্ষিপ্ত আলোচনায় কুরবানীর জরুরি কিছু মাসায়েল উপস্থাপিত হল। মহান রাক্বুল আলামীন আমাদেরকে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় মাসায়েল অনুযায়ী এ গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত আদায় করার তাওফীক দিন।

কুরবানীর মাসায়েল

১. মাসআলা : কুরবানী কার উপর ওয়াজিব : ১০ই যিলহজ্ব ফজর থেকে ১২ যিলহজ্ব সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়ের মধ্যে যে প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থমস্তিস্ক সম্পন্ন নরনারী প্রয়োজনের অতিরিক্ত সাড়ে ৫২ তোলা রূপার সমমূল্যের সম্পদের মালিক হবে তার উপর কুরবানী করা ওয়াজিব। টাকা-পয়সা, সোনা-রূপার অলঙ্কার, ব্যবসায়িক পণ্য, অপ্রয়োজনীয় আসবাব-পত্র এসব কিছুর মূল্য কুরবানীর নেসাবের ক্ষেত্রে হিসাবযোগ্য। -সহীহ মুসলিম ১/৩১৫, সুনানে ইবনে মাজাহ ২২৬, বাদায়েউস সানায়ে ৪/১৯৬, আদ্বুররূপ মুখতার ৬/৩১৬, আলমগীরী ৫/২৯২

২. মাসআলা : নেসাবের মেয়াদ : কুরবানীর নেসাব পুরো বছর থাকা জরুরী নয়; বরং কুরবানীর তিন দিনের মধ্যে কোন দিন (অর্থাৎ ১০, ১১ ও ১২ জিলহজ্ব) থাকলেই কুরবানী ওয়াজিব হবে। -বাদায়েউস সানায়ে ৪/১৯৬, রদ্দুল মুহতার ৬/৩১২

৩. মাসআলা : নাবালেগের কুরবানী : নাবালেগ বা পাগল (শিশু-কিশোর তদ্রূপ যে সুস্থমস্তিষ্ক সম্পন্ন নয়) নেসাবের মালিক হলেও তাদের উপর কুরবানী ওয়াজিব নয়। তার অভিভাবক নিজ সম্পদ দ্বারা তাদের পক্ষে কুরবানী করলে তা সহীহ হবে। -বাদায়েউস সানায়ে ৪/১৯৬, রদুল মুহতার ৬/৩১৬

৪. মাসআলা : মুসাফিরের জন্য কুরবানী : যে ব্যক্তি কুরবানীর দিনগুলোতে মুসাফির থাকবে, অর্থাৎ [যে ব্যক্তি ৪৮ মাইল বা প্রায় ৭৮ কিলোমিটার দূরে যাওয়ার নিয়তে নিজ এলাকা ত্যাগ করেছে] তার উপর কুরবানী করা ওয়াজিব নয়। -আলমুহাজ্জা ৬/৩৭, কাশীখান ৩/৩৪৪, বাদায়েউস সানায়ে ৪/১৯৫, আদুরুল মুখতার ৬/৩১৫

৫. মাসআলা : নাবালেগের পক্ষ থেকে কুরবানী : নাবালেগের পক্ষ থেকে কুরবানী দেয়া অভিভাবকের উপর ওয়াজিব নয়, বরং মুত্তাহাব। -কানযুল উম্মাল ৫/২২৯, রদুল মুহতার ৬/৩১৫, কাশীখান ৩/৩৪৫

৬. মাসআলা : গরীবের কুরবানীর হুকুম : গরীব ব্যক্তির উপর কুরবানী করা ওয়াজিব নয়; কিন্তু সে যদি কুরবানীর নিয়তে কোনো পশু কিনে তাহলে তা কুরবানী করা ওয়াজিব হয়ে যায়। -বাদায়েউস সানায়ে ৪/১৯২, আদুরুল মুখতার ৬/৩২১

৭. মাসআলা : কুরবানীর পূর্ণ সম্বল : মোট তিনদিন কুরবানী করা যায়। বিলহজ্জের ১০, ১১ ও ১২ তারিখ সূর্যাস্ত পর্যন্ত। তবে সম্ভব হলে প্রথম দিন অর্থাৎ বিলহজ্জের ১০ তারিখে কুরবানী করা উত্তম। -মুয়াত্তা মালেক ১৮৮, আলমুহাজ্জা ৬/৪০ বাদায়েউস সানায়ে ৪/১৯৮, ২৩, আলমগীরী ৫/২৯৫

৮. মাসআলা : কুরবানী করতে না পারলে : কেউ যদি কুরবানীর দিনগুলোতে ওয়াজিব কুরবানী দিতে না পারে তাহলে কুরবানীর পশু ক্রয় না করে থাকলে তার উপর কুরবানীর উপযুক্ত একটি ছাগলের মূল্য সদকা করা ওয়াজিব। আর যদি পশু ক্রয় করেছিল কিন্তু কোন কারণে কুরবানী দেওয়া হয়নি তাহলে ঐ পশু জীবিত ছদকা করে দিবে। কিংবা তার নায্য মূল্য সদকা করবে। -বাদায়েউস সানায়ে ৪/২০৩, রদুল মুহতার ৬/৩২১

৯. মাসআলা : প্রথম দিন কখন থেকে কুরবানী করা যাবে : যেসব এলাকার লোকদের উপর জুমা ও ঈদের নামায ওয়াজিব তাদের জন্য ঈদের নামাযের আগে কুরবানী করা জায়েয নয়। অবশ্য বৃষ্টি-বাদল বা অন্য কোন ওজরে যদি প্রথম দিন ঈদের নামায না হয় তাহলে ঈদের নামাযের সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর প্রথম দিনেও কুরবানী করা জায়েয। -সহীহ বুখারী ২/৮৩২, কাশীখান ৩/৩৪৪, আদুরুল মুখতার ৬/৩১৫, আলমগীরী ৫/২৯৫

১০. মাসআলা : রাতে কুরবানী করা : ১০ ও ১১ তারিখ দিবাগত রাতেও কুরবানী করা জায়েয। তবে দিনে কুরবানী করাই ভালো। -মাজমাউয যাওয়াইদ ৪/২২, আদুরুল মুখতার ৬/৩২০, কাশীখান ৩/৩৪৫, বাদায়েউস সানায়ে ৪/২২৩

১১. মাসআলা : কুরবানীর উদ্দেশ্যে ক্রয়কৃত পশু সময়মতো কুরবানী করা না হলে : কুরবানীর জন্য পশু ক্রয় করা হয়েছে কিন্তু কোন কারণে তিন দিনের মধ্যে তা জবাই করতে না পারে তাহলে খরিদকৃত পশু বা তার মূল্য সদকা করে দিতে হবে। তবে যদি (সময়ের পর) জবাই করে ফেলে তাহলে পশুর পুরো গোশত সদকা করে দিতে হবে। এক্ষেত্রে গোশতের মূল্য যদি জীবিত পশুর চেয়ে কমে যায় তাহলে যে পরিমাণ মূল্য হ্রাস পেল তা-ও সদকা করতে হবে। - বাদারেউস সানায়ে ৪/২০২, আদুররুল মুখতার ৬/৩২০-৩২১, কাযীখান ৩/৩৪৫

১২. মাসআলা : কোন কোন পশু দ্বারা কুরবানী করা যাবে : উট, গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া ও দুধা দ্বারা কুরবানী করা জায়েয। এসব গৃহপালিত পশু ছাড়া অন্যান্য হালাল পশু যেমন হরিণ, বণ্যগরু ইত্যাদি দ্বারা কুরবানী করা জায়েয নয়। -কাযীখান ৩/৩৪৮, বাদারেউস সানায়ে ৪/২০৫

১৩. মাসআলা : নর ও মাদা পশুর কুরবানী : যেসব পশু কুরবানী করা জায়েয সেগুলোর নর-মাদা দুটোই কুরবানী করা যায়। -মাওসুয়য়ে কিরহে ইবনে উমর ১/১৩২, মুগনী ৩/৫৫০, কাযীখান ৩/৩৪৮, বাদারেউস সানায়ে ৪/২০৫

১৪. মাসআলা : কুরবানীর পশুর বয়স সীমা : উট কমপক্ষে ৫ বছরের হতে হবে। গরু ও মহিষ কমপক্ষে ২ বছরের হতে হবে। আর ছাগল, ভেড়া ও দুধা কমপক্ষে ১ বছরের হতে হবে। তবে ভেড়া ও দুধা যদি ১ বছরের কিছু কমও হয়, কিন্তু এমন হুটপুট যে, দেখতে ১ বছরের মতো মনে হয় তাহলে তা দ্বারাও কুরবানী করা জায়েয। অবশ্য এক্ষেত্রে কমপক্ষে ৬ মাস বয়সের হতে হবে। উল্লেখ্য, ছাগলের বয়স ১ বছরের কম হলে কোনো অবস্থাতেই তা দ্বারা কুরবানী জায়েয হবে না। -কাযীখান ৩/৩৪৮, বাদারেউস সানায়ে ৪/২০৫-২০৬, রদুল মুহতার ৬/৩২১

১৫. মাসআলা : এক পশুতে শরীকের সংখ্যা : একটি ছাগল, ভেড়া বা দুধা দ্বারা শুধু একজনই কুরবানী দিতে পারবে। এমন একটি প্রাণী একাধিক ব্যক্তি মিলে কুরবানী করলে কারোটা সহীহ হবে না। আর উট, গরু, মহিষে সর্বোচ্চ সাত জন শরীক হতে পারবে। সাতের অধিক শরীক হলে কারো কুরবানী সহীহ হবে না। -সহীহ মুসলিম ১৩১৮, মুয়াত্তা মালেক ১/৩১৯, কাযীখান ৩/৩৪৯, বাদারেউস সানায়ে ৪/২০৭-২০৮

১৬. মাসআলা : সাত শরীকের কুরবানী : সাতজনে মিলে কুরবানী করলে সবার অংশ সমান হতে হবে। কারো অংশ এক সপ্তমাংশের কম হতে পারবে না। যেমন কারো আধা ভাগ, কারো দেড় ভাগ। এক্ষেত্রে কোনো শরীকের কুরবানী সহীহ হবে না। - বাদারেউস সানায়ে ৪/২০৭, আদুররুল মুখতার ৬/৩১৫-৩১৬

১৭. মাসআলা : উট, গরু, মহিষ সাত ভাগে এবং সাতের কমে যেকোনো সংখ্যা যেমন, দুই, তিন, চার পাঁচ ও ছয় ভাগে কুরবানী করা জায়েয। -সহীহ মুসলিম ১৩১৮, বাদারেউস সানায়ে ৪/২০৭

১৮. মাসআলা : কোন অংশীদারের গলদ নিয়ত হলে : যদি কেউ আত্মাহ তাআলার হুকুম পালনের উদ্দেশ্যে কুরবানী না করে শুধু গোশত খাওয়ার নিয়তে কুরবানী করে তাহলে তার কুরবানী সহীহ হবে না। তাকে অংশীদার বানাতে শরীকদের কারো কুরবানী হবে না। তাই অত্যন্ত সতর্কতার সাথে শরীক নির্বাচন করতে হবে। - বাদায়েউস সানায়ে ৪/২০৮, কাযীখান ৩/৩৪৯

১৯. মাসআলা : কুরবানীর পশুতে আকীকার অংশ : কুরবানীর গরু, মহিষ ও উটে আকীকার নিয়তে শরীক হতে পারবে। এতে কুরবানী এবং আকীকা দুটোই সহীহ হবে। -কাযীখান ৩/৩৫০, তাহতাবী আলাদুর ৪/১৬৬, রদুল মুহতার ৬/৩২৬

২০. মাসআলা : শরীকদের কোন একজনের পুরা বা অধিকাংশ উপার্জন যদি হারাম হয় তাহলে কোন শরীকের কুরবানী সহীহ হবে না। -মাবসতুসসা রাখসী ১০/১১৯৬, খানিয়া ৩/৪০০, আলমগীরী ৫/৩৪২

২১. মাসআলা : যদি কেউ গরু, মহিষ বা উট একা কুরবানী দেওয়ার নিয়তে কিনে আর সে ধনী হয় তাহলে ইচ্ছা করলে অন্যকে শরীক করতে পারবে। তবে এক্ষেত্রে একা কুরবানী করাই শ্রেয়। শরীক করলে সে টাকা সদকা করে দেওয়া উত্তম। আর যদি ওই ব্যক্তি এমন গরীব হয়, যার উপর কুরবানী করা ওয়াজিব নয়, তাহলে সে অন্যকে শরীক করতে পারবে না। এমন গরীব ব্যক্তি যদি কাউকে শরীক কতে চায় তাহলে পশু ক্রয়ের সময়ই নিয়ত করে নিবে। -কাযীখান ৩/৩৫০-৩৫১, বাদায়েউস সানায়ে ৪/২১০

২২. মাসআলা : কুরবানীর উত্তম পশু : কুরবানীর পশু হুটপুট হওয়া উত্তম। -মুসনাদে আহমদ ৬/১৩৬, আলমগীরী ৫/৩০০, বাদায়েউস সানায়ে ৪/২২৩

২৩. মাসআলা : খোড়া পশুর কুরবানী : যে পশু তিন পায়ে চলে, এক পা মাটিতে রাখতে পারে না বা ভর করতে পারে না এমন পশুর কুরবানী জায়েয নয়। -জামে তিরমিযী ১/২৭৫, সুনে আবু দাউদ ৩৮৭, বাদায়েউস সানায়ে ৪.২১৪, রদুল মুহতার ৬/৩২৩, আলমগীরী ৫/২৯৭

২৪. মাসআলা : রুগ্ন ও দুর্বল পশুর কুরবানী : এমন শুকনো দুর্বল পশু, যা জবাইয়ের স্থান পর্যন্ত হেঁটে যেতে পারে না তা দ্বারা কুরবানী করা জায়েয নয়। -জামে তিরমিযী ১/২৭৫, আলমগীরী ৫/২৯৭, বাদায়েউস সানায়ে ৪/২১৪

২৫. মাসআলা : দাঁত নেই এমন পশুর কুরবানী : যে পশুর একটি দাঁতও নেই বা এত বেশি দাঁত পড়ে গেছে যে, ঘাস বা খাদ্য চিবাতে পারে না এমন পশু দ্বারাও কুরবানী করা জায়েয নয়। -বাদায়েউস সানায়ে ৪/২১৫, আলমগীরী ৫/২৯৮, আদুররুল মুহতার ৬/৩২৪

২৬. মাসআলা : যে পশুর শিং ভেঙ্গে বা ফেটে গেছে : যে পশুর শিং একেবারে গোড়া থেকে ভেঙ্গে গেছে যে কারণে মস্তিস্ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সে পশুর কুরবানী জায়েয নয়। পক্ষান্তরে যে পশুর অর্ধেক শিং বা কিছু শিং ফেটে বা ভেঙ্গে গেছে বা

শিং একেবারে উঠেইনি সে পশু কুরবানী করা জায়েয। -জামে তিরমিযী ১/২৭৬, সুনানে আবু দাউদ ৩৮৮, বাদায়েউস সানায়ে ৪/২১৬, রহুল মুহতার ৬/৩২৩, আলমগীরী ৫/২৯৭

২৭. মাসআলা : কান বা লেজ কাটা পশুর কুরবানী : যে পশুর লেজ বা কোনো কান এক তৃতীয়াংশ বা তারও বেশি কাটা সে পশুর কুরবানী জায়েয নয়। তবে জনাগতভাবেই যদি কান ছোট হয় তাহলে অসুবিধা নেই। -জামে তিরমিযী ১/২৭৫, মুসনাদে আহমদ ১/৬১০, ইলাউস সুনান ১৭/২৩৮, কাযীখান ৩/৩৫২, আলমগীরী ৫/২৯৭-২৯৮

২৮. মাসআলা : অন্ধ পশুর কুরবানী : যে পশুর দুটি চোখই অন্ধ বা এক চোখ পুরো নষ্ট বা এক চোখের দৃষ্টিশক্তি একতৃতীয়াংশ বা তারও অধিক নষ্ট হয়ে গেছে সে পশু কুরবানী করা জায়েয নয়। -জামে তিরমিযী ১/২৭৫, কাযীখান ৩/৩৫২, আলমগীরী ২৯৭, বাদায়েউস সানায়ে ৪/২১৪

২৯. মাসআলা : নতুন পশু ক্রয়ের পর হারানোটা পাওয়া গেলে : কুরবানীর পশু হারিয়ে যাওয়ার পরে যদি আরেকটি কেনা হয় এবং পরে হারানোটিও পাওয়া যায় তাহলে কুরবানীদাতা গরীব হলে (যার উপর কুরবানী ওয়াজিব নয়) দুটি পশুই কুরবানী করা ওয়াজিব। আর ধনী হলে কোনো একটি কুরবানী করলেই হবে। তবে দুটি কুরবানী করাই উত্তম। -সুনানে বায়হাকী ৫/২৪৪, ইলাউস সুনান ১৭/২৮০, বাদায়েউস সানায়ে ৪/১৯৯, কাযীখান ৩/৩৪৭

৩০. মাসআলা : গর্ভবতী পশুর কুরবানী : গর্ভবতী পশু কুরবানী করা জায়েয। জবাইয়ের পর যদি বাচ্চা জীবিত পাওয়া যায় তাহলে সেটাও জবাই করতে হবে। তবে প্রসবের সময় আসন্ন হলে সে পশু কুরবানী করা মাকরুহ। -মুওয়াত্তামালেক ১৮৬, কাযীখান ৩/৩৫০, রহুল মুহতার ৬/৩২২

৩১. মাসআলা : পশু কেনার পর দোষ দেখা দিলে : কুরবানীর নিয়তে ভালো পশু কেনার পর যদি তাতে এমন কোনো দোষ দেখা দেয় যে কারণে কুরবানী জায়েয হয় না তাহলে ওই পশুর কুরবানী সহীহ হবে না। এর স্থলে আরেকটি পশু কুরবানী করতে হবে। তবে ক্রেতা গরীব হলে ক্রটিযুক্ত পশু দ্বারাই কুরবানী করতে পারবে। -খুলাসাতুল ফাতাওয়া ৪/৩২১, বাদায়েউস সানায়ে ৪/২১৬, রহুল মুহতার ৬/৩২৫

৩২. মাসআলা : পশুর বয়সের ব্যাপারে বিক্রেতার কথা : যদি বিক্রেতা কুরবানীর পশুর বয়স পূর্ণ হয়েছে বলে স্বীকার করে আর পশুর শরীরের অবস্থা দেখেও তাই মনে হয় তাহলে বিক্রেতার কথার উপর নির্ভর করে পশু কেনা এবং তা দ্বারা কুরবানী করা যাবে। -আহকামে ইদুল আযহা, মুকতী মুহাম্মাদ শকী রহ. ৫, জাওয়াহিরুল ফিকহ-১/৪৪৯

৩৩. মাসআলা : বন্ধ্যা পশুর কুরবানী : বন্ধ্যা পশুর কুরবানী জায়েয। -রহুল মুহতার ৬/৩২৫

৩৪. মাসআলা : নিজে কুরবানীর পশু নিজে জবাই করা : কুরবানীদাতা নিজে

জবাই করা উত্তম। নিজে না পারলে অন্যকে দিয়েও জবাই করাতে পারবে। এক্ষেত্রে কুরবানীদাতা পুরুষ হলে জবাইস্থলে তার উপস্থিত থাকা ভালো। -মুসনাঈ আহমদ ২২৬৫৭, বাদায়েউস সানায়ে ৪/২২১-২২২, আলমগীরী ৫/৩০০, ইলাউস সুনান ১৭/২৭১-২৭৪

৩৫. মাসআলা : জবাইয়ে একাধিক ব্যক্তি শরীক হলে : অনেক সময় জবাইকারীর জবাই সম্পন্ন হয় না, তখন কসাই বা অন্য কেউ জবাই সম্পন্ন করে থাকে। এক্ষেত্রে অবশ্যই উভয়কেই নিজ নিজ যবাইয়ের আগে 'বিসমিল্লাহি আল্লাহ আকবার' পড়তে হবে। যদি কোন একজন না পড়ে তবে ওই কুরবানী সহীহ হবে না এবং জবাইকৃত পশুও হালাল হবে না। -রদুল মুহতার ৬/৩৩৪

৩৬. মাসআলা : কুরবানীর পশু থেকে জবাইয়ের আগে উপকৃত হওয়া : কুরবানীর পশু কেনার পর বা নির্দিষ্ট করার পর তা থেকে উপকৃত হওয়া জায়েয নয়। যেমন হাল-চাষ করা, আরোহণ করা, পশম কাটা ইত্যাদি। সুতরাং কুরবানীর পশু দ্বারা এসব করা যাবে না। যদি করে ফেলে তবে পশমের মূল্য, হাল-চাষের মূল্য ইত্যাদি সদকা করে দিবে। -নায়লুল আওতার ৫/২০৫-২০৬, ইলাউস সুনান ১৭/২৭৭, কাযীখান ৩/৩৫৪, আলমগীরী ৫/৩০০

৩৭. মাসআলা : কুরবানীর পশুর দুধ পান করা : কুরবানীর পশুর দুধ পান করা যাবে না। যদি জবাইয়ের সময় আসন্ন হয় আর দুধ দোহন না করলে পশুর কষ্ট হবে না বলে মনে হয় তাহলে দোহন করবে না। প্রয়োজনে ওলানে ঠাণ্ডা পানি ছিটিয়ে দেবে। এতে দুধের চাপ কমে যাবে। যদি দুধ দোহন করে ফেলে তাহলে তা সদকা করে দিতে হবে। নিজেরা পান করে নিলে মূল্য সদকা করে দিতে হবে। -ইলাউস সুনান ১৭/২৭৭, রদুল মুহতার ৬/৩২৯, কাযীখান ৩/৩৫৪, আলমগীরী ৫/৩০১

৩৮. মাসআলা : কুরবানী করার আগে কোনো শরীকের মৃত্যু ঘটলে : কয়েকজন মিলে কুরবানী করার ক্ষেত্রে জবাইয়ের আগে কোনো শরীকের মৃত্যু হলে তার ওয়ারিসরা যদি মৃতের পক্ষ থেকে কুরবানী করার অনুমতি দেয় তবে তা জায়েয হবে। নতুবা ওই শরীকের টাকা ফেরত দিতে হবে। অবশ্য তার স্থলে অন্যকে শরীক করা যাবে। -বাদায়েউস সানায়ে ৪/২০৯, আদুররুল মুহতার ৬/৩২৬, কাযীখান ৩/৩৫১

৩৯. মাসআলা : কুরবানীর পশুর বাচ্চা হলে : কুরবানীর পশু বাচ্চা দিলে ওই বাচ্চা জবাই না করে জীবিত সদকা করে দেওয়া উত্তম। যদি সদকা না করে তবে কুরবানীর পশুর সাথে বাচ্চাকেও জবাই করবে এবং গোশত সদকা করে দিবে। -কাযীখান ৩/৩৪৯, আলমগীরী ৫/৩০১, রদুল মুহতার ৬/৩২৩

৪০. মাসআলা : মৃতের পক্ষ থেকে কুরবানী : মৃতের পক্ষ থেকে কুরবানী করা জায়েয। মৃত ব্যক্তি যদি ওসীয়ত না করে থাকে তবে সেটি নফল কুরবানী হিসেবে গণ্য হবে। কুরবানীর স্বাভাবিক গোশতের মতো তা নিজেরাও খেতে

পারবে এবং আত্মীয়-স্বজনকেও দিতে পারবে। আর যদি মৃত ব্যক্তি কুরবানীর ওসীয়ত করে গিয়ে থাকে তবে এর গোশত নিজেরা খেতে পারবে না। গরীব-মিসকীনদের মাঝে সদকা করে দিতে হবে। -মুসনাদে আহমদ ১/১০৭, হাদীস ৮৪৫, ইলাউস সুনান ১৭/২৬৮, রদুল মুহতার ৬/৩২৬, কাযীখান ৩/৩৫২

৪১. মাসআলা : কুরবানীর গোশত জমিয়ে রাখা : কুরবানীর গোশত তিনদিনের বেশি সময় জমিয়ে রেখে খাওয়া জায়েয। -বাদায়েউস সানায়ে ৪/২২৪, সহীহ মুসলিম ২/১৫৯, মুয়াত্তা মালেক ১/৩১৮, ইলাউস সুনান ১৭/২৭০

৪২. মাসআলা : কুরবানীর গোশত বন্টন : শরীকে কুরবানী করলে ওজন করে গোশত বন্টন করতে হবে। অনুমান করে ভাগ করা জায়েয নয়। -আদুররুল মুখতার ৬/৩১৭, কাযীখান ৩/৩৫১

৪৩. মাসআলা : কুরবানীর গোশতের এক তৃতীয়াংশ গরীব-মিসকীনকে এবং এক তৃতীয়াংশ আত্মীয়স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীকে দেওয়া উত্তম। অবশ্য পুরো গোশত যদি নিজে রেখে দেয় তাতেও কোনো অসুবিধা নেই। বাদায়েউস সানায়ে ৪/২২৪, আলমগীরী ৫/৩০০

৪৪. মাসআলা : গোশত চর্বি বিক্রি করা : কুরবানীর গোশত, চর্বি ইত্যাদি বিক্রি করা জায়েয নয়। বিক্রি করলে পূর্ণ মূল্য সদকা করে দিতে হবে। -ইলাউস সুনান ১৭/২৫৯, বাদায়েউস সানায়ে ৪/২২৫, কাযীখান ৩/৩৫৪, আলমগীরী ৫/৩০১, রদুল মুহতার ৬/৩২৮

৪৫. মাসআলা : জবাইকারীকে চামড়া, গোশত দেয়া : জবাইকারী, কসাই বা কাজে সহযোগিতাকারীকে চামড়া, গোশত বা কুরবানীর পশুর কোনো কিছু পারিশ্রমিক হিসেবে দেয়া জায়েয হবে না। অবশ্য পূর্ণ পারিশ্রমিক দেওয়ার পর পূর্বচুক্তি ছাড়া হাদিয়া হিসেবে গোশত বা তরকারী দেওয়া যাবে। -কাযীখান ৩/৩৫৪, বাদায়েউস সানায়ে ৪/২২৫, রদুল মুহতার ৬/৩২৮

৪৬. মাসআলা : জবাইয়ের অঙ্গ : ধারালো অঙ্গ দ্বারা জবাই করা উত্তম। -বাদায়েউস সানায়ে ৪/২২৩, রদুল মুহতার ৩/২৯৬

৪৭. মাসআলা : পশু নিস্তেজ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা : জবাইয়ের পর পশু নিস্তেজ হওয়ার আগে চামড়া খসানো বা অন্য কোন অঙ্গ কাটা মাকরুহ। -বাদায়েউস সানায়ে ৪/২২৩

৪৮. মাসআলা : অন্য পশুর সামনে জবাই করা : এক পশুকে অন্য পশুর সামনে জবাই করবে না। জবাইয়ের সময় প্রাণীকে অধিক কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকবে। -আদুররুল মুখতার ৬/২৯৬

৪৯. মাসআলা : কুরবানীর গোশত বিধর্মীকে দেয় : কুরবানীর গোশত হিন্দু ও অন্যান্য বিধর্মীকে দেওয়া জায়েয। -ইলাউস সুনান ১৭/২৮৩, আলমগীরী ৫/৩০০

৫০. মাসআলা : অন্য কারো ওয়াজিব কুরবানী আদায় করতে চাইলে : অন্যের ওয়াজিব কুরবানী দিতে চাইলে ওই ব্যক্তির অনুমতি নিতে হবে। নতুবা তার ওয়াজিব কুরবানী আদায় হবে না। অবশ্য স্বামী বা পিতা যদি স্ত্রী বা সন্তানের বিনা অনুমতিতে তাদের পক্ষ থেকে কুরবানী করে তাহলে তাদের কুরবানী আদায় হয়ে যাবে। তবে অনুমতি নিয়ে আদায় করা ভালো। -আলমগীরী ৫/৩০২, কাথীখান ৩/৩৫০

৫১. মাসআলা : কুরবানীর পশু চুরি বা মারা গেলে : কুরবানীর পশু যদি চুরি হয়ে যায় বা মরে যায় আর কুরবানীদাতার উপর পূর্ব থেকে কুরবানী ওয়াজিব থাকে তাহলে অন্য পশু দ্বারা কুরবানী করতে হবে। গরীব হলে (যার উপর কুরবানী ওয়াজিব নয়) তার জন্য অন্য পশু কুরবানী করা ওয়াজিব নয়। -বাদায়েউস সানায়ে ৪/২১৬, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ৪/৩১৯

৫২. মাসআলা : পাগল পশু কুরবানী : পাগল পশু কুরবানী করা জায়েয। তবে যদি এমন পাগল হয় যে, ঘাস পানি দিলে খায় না এবং মাঠেও চরে বেড়ায় না তাহলে সেটার কুরবানী জায়েয হবে না। -আননিহায়া ফী গরীবিল হাদীস ১/২৩০, বাদায়েউস সানায়ে ৪/২১৬, ইলাউস সুনান ১৭/২৫২

৫৩. মাসআলা : নিজে কুরবানীর গোশত নিজে খাওয়া : কুরবানীদাতার জন্য নিজ কুরবানীর গোশত খাওয়া মুত্তাহাব। -সূরা হজ্ব ২৮, সহীহ মুসলিম ২/১৫৯, মুসনালা আহমদ হাদীস ৯০৭৮, বাদায়েউস সানায়ে ৪/২২৪

৫৪. মাসআলা : ঋণ করে কুরবানী করা : কুরবানী ওয়াজিব এমন ব্যক্তি ঋণ দিয়ে বা বাকীতে পশু ক্রয় করে কুরবানী করলে কুরবানী আদায় হয়ে যাবে। তবে সুদের উপর ঋণ নিয়ে কুরবানী করা যাবে না।

৫৫. মাসআলা : হাজীদের উপর ঈদুল আযহার কুরবানী : যে সকল হাজী কুরবানীর দিনগুলোতে মুসাফির থাকবে তাদের উপর ঈদুল আযহার কুরবানী ওয়াজিব নয়। কিন্তু যে হাজী কুরবানীর কোন দিন মুকীম থাকবে তার উপর ঈদুল আযহার কুরবানী করা জরুরী হবে। -ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/২৯৩, আদুররুল মুখতার ৬/৩১৫, বাদায়েউস সানায়ে ৪/১৯৫, ইমদাদুল ফাতাওয়া ২/১৬৬

৫৬. মাসআলা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে কুরবানী করা : সামর্থ্যবান ব্যক্তির রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে কুরবানী করা উত্তম। এটি বড় সৌভাগ্যের বিষয়ও বটে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী রাযি.কে তাঁর পক্ষ থেকে কুরবানী করার ওসীয়াত করেছিলেন। তাই তিনি প্রতি বছর রাসূলুল্লাহ ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে কুরবানী দিতেন। -সুনানে আবু দাউদ ২/২৯, জামে তিরমিযী ১/২৭৫, ইলাউস সুনান ১৭/২৬৮, মিশকাত ১/১২৮

৫৭. মাসআলা : কোন দিন কুরবানী করা উত্তম : ১০, ১১ ও ১২ এ তিন দিনের মধ্যে প্রথম দিন কুরবানী করা অধিক উত্তম। এরপর দ্বিতীয় দিন। - রদুল মুহতার ৬/৩১৬

৫৮. মাসআলা : খাসীকৃত হাগল দ্বারা কুরবানী : খাসীকৃত হাগল দ্বারা কুরবানী করা উত্তম। -তাকলিমায়ে ফাতহুল কাদীর ৮/৪৩৪, মাজমাউল আনহর ৪/২২৪, ইলাউস সুনান ১৭/২৫১

৫৯. মাসআলা : জীবিত ব্যক্তির নামে কুরবানী : যেমনিভাবে মৃতের পক্ষ থেকে ঈসালে সওয়াবের উদ্দেশ্যে কুরবানী করা জায়েয তদ্রূপ জীবিত ব্যক্তির পক্ষ থেকে তার ঈসালে সওয়াবের জন্য নফল কুরবানী করা জায়েয এ কুরবানীর গোশত দাতা ও তার পরিবারও খেতে পারবে।

৬০ মাসআলা : বিদেশে অবস্থানরত ব্যক্তির কুরবানী অন্যত্র করা : বিদেশে অবস্থানরত ব্যক্তির জন্য নিজ দেশে বা অন্য কোথাও কুরবানী করা জায়েয।

৬১. মাসআলা : কুরবানীদাতা ভিন্ন স্থানে থাকলে কখন জবাই করবে : কুরবানীদাতা একস্থানে আর কুরবানীর পশু ভিন্ন স্থানে থাকলে কুরবানীদাতার ঈদের নামায পড়া বা না পড়া ধর্তব্য নয়; বরং পশু যে এলাকায় আছে ওই এলাকায় ঈদের জামাত হয়ে গেলে পশু জবাই করা যাবে। -আদুররুল মুখতার ৬/৩১৮, কামীখান ৩/৩৪৫

৬২. মাসআলা : কুরবানীর চামড়া বিক্রির অর্থ সদকা করা : কুরবানীর চামড়া কুরবানীদাতা নিজেও ব্যবহার করতে পারবে। তবে কেউ যদি নিজে ব্যবহার না করে বিক্রি করে তবে বিক্রিলব্ধ মূল্য পুরোটাই সদকা করা জরুরি। -আদুররুল মুখতার ৬/৩২৮, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩০১

৬৩. মাসআলা : কুরবানীর চামড়া বিক্রির নিয়ত : কুরবানীর পশুর চামড়া বিক্রি করলে মূল্য সদকা করে দেয়ার নিয়তে বিক্রি করবে। সদকার নিয়ত না করে নিজের খরচের নিয়ত করা নাজায়েয ও গুনাহ। আর নিয়ত ভুল হলেও সর্বাবস্থায় বিক্রয়লব্ধ অর্থ পুরোটাই সদকা করে দেওয়া জরুরি। - ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া ৫/৩০১, কামীখান ৩/৩৫৪

৬৪. মাসআলা : কুরবানীর শেষ সময়ে মুকীম হলে : কুরবানীর সময়ের প্রথম দিকে মুসাফির থাকার পরে ৩য় দিন কুরবানীর সময় শেষ হওয়ার পূর্বে মুকীম হয়ে গেলে তার উপর কুরবানী ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে প্রথম দিনে মুকীম ছিল অতঃপর তৃতীয় দিনে মুসাফির হয়ে গেছে তাহলেও তার উপর কুরবানী ওয়াজিব থাকবে না। অর্থাৎ সে কুরবানী না দিলে গুনাহগার হবে না। -বাদায়েউস সানায়ে ৪/১৯৬, ৪/১৯৮ ফাতাওয়া খানিয়া ৩/৩৪৬, আদুররুল মুখতার ৬/৩১৯

৬৫. মাসআলা : এক গরুতে বিগত বছরের কাষা ও চলতি বছরের কুরবানীর নিয়ত করলে : একই গরুতে চলতি বছরের কুরবানীর নিয়ত করা এবং বিগত

বছরের কাষা কুরবানীর জন্য অংশ দিলে চলতি বছরের কুরবানী আদায় হয়ে যাবে। কাষা আদায় হবে না। আর এ গরুর পুরো গোশত সদকা করে দেয়া জরুরি। চলতি বছরের কুরবানীদাতাও নিজের অংশের গোশত খেতে পারবে না। -ফাতাওয়া খানিয়া ৩/৩৪৯, রদুল মুহতার ৬/৩২৬

৬৬. মাসআলা : কুরবানীর পণ্ডতে ভিন্ন ইবাদতের নিয়তে শরীক হওয়া : এক কুরবানীর পণ্ডতে আকীকা ও মান্নতের নিয়তে অংশ দেওয়া যাবে। এতে প্রত্যেকের নিয়তকৃত ইবাদত আদায় হয়ে যাবে। -বাদায়েউস সানায়ে ৪/২০৯, রদুল মুহতার ৬.৩২৬, আলমাবসুত সারাখছী ৪/১৪৪, আলইনায়ী ৮/৪৩৫-৪৩৬, আলমুগনী ৫.৪৫৯

৬৭. মাসআলা : কুরবানীর গোশত দিয়ে খানা শুরু করা : ঈদুল আযহার দিন সর্বপ্রথম নিজ কুরবানীর গোশত দিয়ে খানা শুরু করা সুন্নত। অর্থাৎ সকাল থেকে কিছু না খেয়ে প্রথমে কুরবানীর গোশত খাওয়া সুন্নাত। এই সুন্নত শুধু ১০ যিলহজ্জের জন্য। ১১ বা ১২ তারিখের গোশত দিয়ে খানা শুরু করা সুন্নত নয়।

-জামে তিরমিধী ১/১২০, শরহুল মুনয়ী ৫৬৬, আদুররুল মুখতার ২/১৭৬, আলবাহরুর রায়েক ২/১৬৩

৬৮. মাসআলা : কুরবানীর পণ্ডর হাড় বিক্রি : কুরবানীর মৌসুমে অনেক মহাজন কুরবানীর হাড় ক্রয় করে থাকে। টোকাইরা বাড়ি বাড়ি থেকে হাড় সংগ্রহ করে তাদের কাছে বিক্রি করে। এদের ক্রয়-বিক্রয় জায়েয। এতে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু কোনো কুরবানীদাতার জন্য নিজ কুরবানীর কোনো কিছু এমনকি হাড়ও বিক্রি করা জায়েয হবে না। আর জেনে শুনে মহাজনদের জন্য এদের কাছ থেকে ক্রয় করাও বৈধ হবে না। করলে মূল্য সদকা করে দিতে হবে। -বাদায়েউস সানায়ে ৪/২২৫, কাযীখান ৩/৩৫৪, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩০১

৬৯. মাসআলা : রাতে কুরবানী করা : ১০ ও ১১ তারিখ দিবাগত রাতে কুরবানী করা জায়েয। তবে রাতে আলোশব্দতার দরুণ জবাইয়ে ত্রুটি হতে পারে বিধায় রাতে জবাই করা অনুত্তম। অবশ্য পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা থাকলে রাতেও জবাই করা যাবে। -ফাতাওয়া খানিয়া ৩/৩৪৫, আদুররুল মুখতার ৬/৩২০, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/২৯৬, আহসানুল ফাতাওয়া ৭/৫১০

৭০. মাসআলা : কাজের লোককে কুরবানীর গোশত খাওয়ানো : কুরবানীর পণ্ডর কোনো কিছু পারিশ্রমিক হিসেবে দেওয়া জায়েয নয়। গোশতও পারিশ্রমিক হিসেবে কাজের লোককে দেওয়া যাবে না। অবশ্য এ সময় ঘরের অন্যান্য সদস্যদের মতো কাজের লোকদেরকেও গোশত খাওয়ানো যাবে। -আহকামুল কুরআন জাসুসাস ৩/২৩৭, বাদায়েউস সানায়ে ৪/২২৪, আলবাহরুর রায়েক ৮/৩২৬, ইমদাদুল মুফতীন

৭১. মাসআলা : জবাইকারীকে পারিশ্রমিক দেয়া : কুরবানীর পণ্ড জবাই করে পারিশ্রমিক দেওয়া-নেওয়া জায়েয। তবে কুরবানীর পণ্ডর কোনো কিছু পারিশ্রমিক হিসেবে দেওয়া যাবে না। -কিকায়াতুল মুফতী ৮/২১৯

৭২. মাসআলা : মোরগ কুরবানী করা : কোনো কোনো এলাকায় দরিদ্রদের মাঝে মোরগ কুরবানী করার প্রচলন আছে। এটি না জায়েয। কুরবানীর দিনে মোরগ জবাই করা নিষেধ নয়, তবে কুরবানীর নিয়তে করা যাবে না। আর কুরবানীর দিনগুলোতে বিবাহ বা অন্য উদ্দেশ্যে গরু, ছাগল ইত্যাদি যবাই করা জায়েয।

-খুলাসাতুল ফাতাওয়া ৪/৩১৪, ফাতাওয়া বাযযাযিয়া ৬/২৯০, আব্দুররুল মুখতার ৬/৩১৩, ফাজওয়া হিন্দিয়া ৫/২০০

৭৩. মাসআলা : কুরবানীদাতা জন্য করণীয় আমল : কুরবানী দাতার জন্য ১ম যিলহজ্জের থেকে ১০ তারিখ পশু কুরবানী করার পূর্ব পর্যন্ত নখ-চুল এবং শরীরের কোনকিছু না কাটা মুস্তাহাব।

হযরত উম্মে সালমা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কুরবানী করতে ইচ্ছুক ব্যক্তি যেন যিলহজ্জের প্রথম দিন থেকে নখ ও চুল না কাটে। -সহীহ মুসলিম ১৯৭৭

৭৪. মাসআলা : যবেহের পূর্বে পশুকে কেবলামুখী করে এবং যবেহেকারীও কেবলামুখ হয়ে যবেহ করা সুন্নত : হযরত জাবির ইবনে আব্দুলআহ রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানীর দিন শিং বিশিষ্ট দুটি দুধা যবেহ করেছেন। যবেহের পূর্বে এদুটোকে কেবলামুখী করে শায়িত করে যবেহের দুআ পাঠ করেছেন। -সুনানে আবু দাউদ ২৭৯২, ইরওয়াউলগালীল ৪/৩৪৯

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি যবেহের সময় নিজ পশু কেবলামুখী করবে কেয়ামতের দিন ঐ পশুর রক্ত মলমূত্র ও পশম তার আমলনামায় ওজন করা হবে। -সুনানে কুরবা, বায়হাকী ৯/২৮৫, শরহুল মুহারবায ৮/৪০৮

৭৫. মাসআলা : সামর্থ্য থাকলে কুরবানী একাধিক দেয়া উত্তম। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একসাথে দুটি কুরবানী করেছিলেন। হযরত আনাস ইবনে মালিক রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাদা-কালো বর্ণের দুটি নর দুধা নিজ হাতে কুরবানী করেছেন। -মুআজা মালেক, সহীহ মুসলিম, আলউদ্ধাহ ফী শরহীল উমদাহ কী আহাদীছিল আহকাম ৩/১৬৩৫

৭৬. মাসআলা : কুরবানীর পশু পরিবর্তন করা : ধনি ব্যক্তি কুরবানীর উদ্দেশ্যে পশু ক্রয়েল পর তা কুরবানী না দিয়ে এর স্থলে অন্য পশু কুরবানী দিলে তা জায়েয আছে। তবে অনুত্তম। আর পরিবর্তন করলে পূর্বের পশুর সম্মুখের দেয়া উচিত। কিন্তু গরীব ব্যক্তি কুরবানীর উদ্দেশ্যে ক্রয়ের পর তা রেখে দিয়ে অন্য পশু দিতে পারবে না। তার জন্য ক্রয়কৃত পশুই কুরবানী দেয়া জরুরী। -সুনানে কুরবা, বায়হাকী ৬/১১২, উলাউস সুনা ১৭/২৭৯, ১৪/১৫৯

৭৭. মাসআলা : মহিলাদের জবাই করা : জবাইয়ের পদ্ধতি জানা থাকলে এবং জবাই করতে সক্ষম হলে মহিলাও জবাই করতে পারবে।

হযরত নাফে বলেন, কাব ইবনে মালিক রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন, তার এক দাসী ধারালো পাথর দ্বারা একটি ছাগল জবাই করেছে। এখন সেই ছাগল খাওয়া যাবে কিনা? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তা খেতে বললেন। -সহীহ বুখারী ৫৫০৪, তাআমহীদ ১৬/১২৭

ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, ছোট, বড়, পুরুষ বা মহিলা যেই জবাই করুক তা তোমরা খেতে পারো। -আলইসত্তিবকার ১৫/২৩৪

৭৮. মাসআলা : জবাইয়ের জন্য পশু শোয়ানোর আগেই ছুরি ধার করে নিবে (যদি ধার দেয়ার প্রয়োজন হয়) পশু শোয়ানোর পর ছুড়ি ধার দেয়া বা অন্য কোন করণে জবাইয়ে বিলম্ব করা ঠিক নয়। কেননা এতে পশুকে কষ্ট দেয়া হয়।

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার এক লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি দেখতে গেলেন লোকটি একটি ছাগলকে জবাইয়ের জন্য শুইয়ে তার তার গর্দানে নিজ পা রেখে ছুড়ি ধার দিচ্ছে। তা দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তুমি কি চাও, পশুটি দুবার মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করুক। -মাজমাউয যাওয়ালেদ ৪/৩৩, মাজমাউল বাহরাইন ৩/৩২০

৭৯. মাসআলা : পশুর সামনে ছুরি ধার দেয়া ঠিক না : হযরত ইবনে উমর রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পশুর দৃষ্টিসীমার বাইরে ছুরি ধার করতে আদেশ করেছেন। -আভতারগীর ২/১০৩, (দারে ইবনে কাছির), সুনানে কুবরা, বায়হাকী ৯/২৮০, সুনানে ইবনে মাজা ২/১০৫৯

কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে কুরবানী

- মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

কুরবানী ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিধান এবং ইবাদতের একটি বিশেষ প্রকার। কুরবানীর একটি ইসলামী তাৎপর্য রয়েছে এবং একটি জাহেলী ধারণা রয়েছে। জাহেলী ধারণা হল, মূর্তি বা দেব-দেবীর সন্তষ্টি লাভের জন্য, কিংবা জিন-শয়তান বা অশুভ শক্তির কাল্পনিক ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাদের উদ্দেশ্যে কোনো প্রিয় বস্তু উৎসর্গ করার কুসংস্কার প্রসূত রীতি। তাওহীদের ধর্ম ইসলামে এ রীতি-নীতির অনুসরণ শিরক ও হারাম।

এর বিপরীতে কুরবানীর ইসলামী অর্থ হল, আল্লাহ তাআলার সন্তষ্টি ও নৈকট্য অর্জনের জন্য শরীয়ত নির্দেশিত পছায় কোনো প্রিয় বস্তু যা শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত, আল্লাহ তাআলার দরবারে পেশ করা এবং শরীয়ত নির্দেশিত পছায় তা ব্যবহার করা। এই কুরবানী আদম আ.-এর যুগ থেকে বিদ্যমান রয়েছে। সূরা মায়েদায় আয়াত ২৭-৩১ এ আদম আ.-এর দু'সন্তানের কুরবানীর কথা এসেছে। তবে প্রত্যেক নবীর শরীয়তে কুরবানীর পছা এক ছিল না। সবশেষে সকল জাতি ও ভূখণ্ডের জন্য এবং কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য যে নবী প্রেরিত হয়েছেন অর্থাৎ হযরত মুহাম্মাদ মুত্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রতি নাযিল হয়েছে সর্বশেষ ও চিরন্তন শরীয়ত, কুরআন ও সুন্নাহর শরীয়ত। এ শরীয়তে কুরবানীর যে পছা ও পদ্ধতি নির্দেশিত হয়েছে তার মূলসূত্র 'মিল্লাতে ইবরাহীমী'তে বিদ্যমান ছিল। কুরআন মজীদ ও সহীহ হাদীস থেকে তা স্পষ্ট জানা যায়। এজন্য কুরবানীকে 'সুন্নাতে ইবরাহীমী' নামে অভিহিত করা হয়।

ফার্সী, উর্দু ও বাংলা ভাষায় 'কুরবানী' শব্দটি আরবী 'কুরবান' শব্দ স্থলে ব্যবহৃত হয়। 'কুরবান' শব্দটি ر ب و মূলধাতু (যার অর্থ হচ্ছে, নৈকট্য) থেকে নির্গত। তাই আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জনের জন্য শরীয়তসম্মত পছায় বান্দা যে আমল করে, আভিধানিক দিক থেকে তাকে 'কুরবান' বলা যেতে পারে। তবে শরীয়তের পরিভাষায় 'কুরবান' শব্দের মর্ম তা-ই যা উপরে উল্লেখিত হয়েছে।

ইসলামী শরীয়তে এই পারিভাষিক অর্থে দু ধরনের কুরবানী রয়েছে।

১. যা হজ্বের মওসুমে নির্ধারিত স্থানে (মক্কা ও মিনায়) হজ্ব ও উমরা কারীগণ আদায় করে থাকেন। তা 'কিরান' বা তামাত্ত হজ্ব আদায়কারীর ওয়াজিব কুরবানী হতে পারে, কিংবা ইফরাদ হজ্বকারীর নফল কুরবানী। হাজীর

সঙ্গে করে নিয়ে আসা 'হাদি' হতে পারে, কিংবা হজ্ব আদায় অক্ষম হওয়ার বা কোনো নিষিদ্ধ কর্মের জরিমানারূপে অপরিহার্য কুরবানীও হতে পারে। মানতের কুরবানী হতে পারে কিংবা দশ যিলহজ্জের সাধারণ কুরবানীও হতে পারে। এ কুরবানীর বিধান মৌলিকভাবে এসেছে সূরা হজ্ব ২৭-৩৭, সূরা বাকারা ১৯৬, সূরা মায়েরা ২, ৯৫-৯৭, সূরা ফাতহ ২৫-এ। আর হাদীস শরীফে তা বিস্তারিতভাবে উল্লেখিত হয়েছে।

২. সাধারণ কুরবানী, যা হজ্ব-উমরার সঙ্গে সম্পৃক্ত নয় এবং এ কুরবানীর স্থান নির্ধারিত নয়। তবে সময় নির্ধারিত। আর তাহলো যে তারিখে হজ্ব আদায়কারীগণ মিনা-মক্কায় কুরবানী করে থাকে সে তারিখে অর্থাৎ যিলহজ্জের দশ, এগারো, বারো তারিখে এ কুরবানী হয়ে থাকে। এটা পৃথিবীর সকল মুসলিম পরিবারের জন্য; বরং প্রত্যেক মুকাল্লাফ মুসলমানের জন্য এসেছে। কারো জন্য তা ওয়াজিব, আর কারো জন্য নফল। এ কুরবানীর উল্লেখ এসেছে সূরা আনআমের ১৬১-১৬৩ আয়াতে এবং সূরা কাউসারের ২ আয়াতে। আর বিস্তারিত বিধি-বিধান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্যাহ্য বিদ্যমান রয়েছে।

৩. সূরা আনআমে এসেছে,

قُلْ أَنِنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قَدِيمًا مَلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا
وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَيَذَلِكُ أَمْرٌ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ

'আপনি বলে দিন, আমার প্রতিপালক আমাকে পরিচালিত করেছেন সরল পথের দিকে এক বিশুদ্ধ ধ্বনির দিকে, অর্থাৎ একনিষ্ঠ ইব্রাহীমের মিল্লাত (তরীকা), আর ছিলেন না তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত। আপনি বলুন, নিঃসন্দেহে আমার সালাত, আমার নুসুক এবং আমার জীবন এবং আমার মৃত্যু সমস্ত জগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। তাঁর কোন শরীক নেই। আর এ বিষয়েই আমাকে আদেশ করা হয়েছে, সুতরাং আমি হলাম আত্মসমর্পণকারীদের প্রথম।'

এ আয়াতে **نُسُكٌ** শব্দটি বিশেষ মনোযোগের দাবিদার। এটি **نَسِيكَةٌ** শব্দের বহুবচন, যার অর্থ হল, আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিলে জন্য আল্লাহর নামে জবাইকৃত পশু। এখান থেকেই আরবী ভাষায় এবং শরীয়তের পরিভাষাতেও কুরবানীর স্থানকে **مَنْسُكٌ** বলা হয়। আরবী ভাষার প্রাচীন, আধুনিক, ছোট, বড় যেকোনো অভিধানে এবং লুগাতুল কুরআন, লুগাতুল হাদীস, লুগাতুল ফিকহের যেকোনো নির্ভরযোগ্য কিতাবে **نُسُكٌ** শব্দের উপরোক্ত অর্থ পাওয়া যাবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কিছু প্রাচীন গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিচ্ছি। আসসিহাহ, খ-৪, পৃ-১৬১২; লিসানুল আরব খ-১৪, পৃ-১২৭-১২৮; তাজুল আরুস খ-৭, পৃ-২৮৭;

আলমুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন, পৃ-৮০২; আননিহায়্যা ফী গারীবিল হাদীসি ওয়াল আছার, খ- ৫, পৃ-৪৮; মাজমাউ বিহারিল আনওয়ার, খ-২, পৃ-৩০০।

সূরা বাকারার ১৯৬ নং আয়াতেও نُسُكٌ শব্দ একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। উপরোক্ত আয়াতের অর্থ পরিষ্কার। হযরত ইবরাহীম আ.কে যে খালেছ তাওহীদ ও সিরাতে মুস্তাকীমের প্রত্যাদেশ আল্লাহ তাআলা করেছিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিও তা নাযিল করেছেন এবং তাঁকে আদেশ করেছেন যে, বল, আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মরণ সব আল্লাহ তাআলার জন্য।

উল্লেখ্য আরবী ভাষায় نُسُكٌ শব্দটি ইবাদতের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এখান থেকেই ইবাদতকারীকে ناسِكٌ ও ইবাদতের পদ্ধতিকে مَسْئَلَةٌ বলা হয়। সূরা আনআমের উক্ত আয়াতে যদি نُسُكٌ শব্দের অর্থ ইবাদতও করা হয়, তবুও এর ব্যাপকতার মধ্যে কুরবানী অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল আযহার কুরবানীকে একাধিক হাদীসে نُسُكٌ বলেছেন। কুরবানীর পশু যবেহ করার সময় যে দুআ পড়ার কথা হাদীসে এসেছে তাতেও ওই স্পষ্টায়ুক্ত রয়েছে। পূর্ণ হাদীস লক্ষ্য করুন।

হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের দিন দু'টি দুখা যবেহ করলেন। যবেহর সময় যখন সেগুলোকে কিবলামুখী করেছেন তখন বলেছেন,

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلَىٰ مِلَّةِٰٓ أَبِيٰٓ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا مَّسْلَمًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ

-সূনানে আবু দাউদ ৩/৯৫, হাদীস ২৭৯৫; মুসনাদে আহমদ ৩/৩৭৫ হাদীস ১৫০২২;

حَيْثُمَا جَمِعَا وَاللَّفْظُ مِنْهُمَا جَمِيعًا সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস ২৮৯৯

কুরবানীর শুরুতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই আয়াত ও দুআ পড়া থেকে যেমন প্রমাণ হয়, কুরবানী খালিছ ইবাদত তেমনি এ কথাও প্রমাণ হয় যে, সূরা আনআমের ১৬২ নং আয়াতে نُسُكٌ শব্দের অর্থ ঈদুল আযহার কুরবানী কিংবা তাতে অবশ্যই কুরবানী শামিল রয়েছে।

অপর যে আয়াতে সাধারণ কুরবানীর উল্লেখ রয়েছে তা হল সূরা কাউসারের দ্বিতীয় আয়াত। ইরশাদ হয়েছে,

إِنَّا عَاطَيْنَاكَ الْكُوفَةَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرِ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ

এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এবং তাঁর মাধ্যমে গোটা উম্মতকে সালাত (নামায) ও নাহর (কুরবানীর) আদেশ দেয়া হয়েছে।

نحر শব্দের মূল ব্যবহার হল উট যবেহ করা, তবে সাধারণত যে কোনো পশু যবেহ করাকেই نحر বলা হয়। আয়াতে এমন যবেহ উদ্দেশ্য, যা আল্লাহ তাআলার জন্য ইবাদত হিসেবে করা হয়। সেটা হচ্ছে হজ্ব ও উমরার কুরবানী এবং ঈদুল আযহার সাধারণ কুরবানী। এ কুরবানীর সময় যদিও তিন দিন অর্থাৎ যিলহজ্জের দশ, এগারো ও বারো তারিখ, তবে উত্তম দিন হল দশ তারিখ। সাধারণভাবে এ তারিখেই অধিকাংশ কুরবানী হয়ে থাকে। এজন্য দশ যিলহজ্জের ইসলামী নাম হল 'ইয়াওমুন নাহর'। -সহীহ বুখারী ৫৫৫০

আয়াতে নামাযের যে আদেশ এসেছে তাতে ঈদের নামাযও শামিল রয়েছে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুন্নাহর মাধ্যমে এ আয়াতে নাযিল হওয়া ইলাহী নির্দেশের অনুসরণ-পদ্ধতি বাতলে দিয়েছেন। একটি হাদীস লক্ষ্য করুন। সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম ও অন্যান্য হাসীদ গ্রন্থে বহু সনদে বর্ণিত হয়েছে যে, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল আযহার দিন নামায পরবর্তী খুতবায় বলেছেন, এই দিনের প্রথম করণীয় হল সালাত আদায় করা এরপর নহর (কুরবানী) করা। যে সালাত আদায়ের পর নুসুক (কুরবানী) করল তার নুসুক পূর্ণ হল এবং সে মুসলিমের পছা অনুসরণ করল। আর যে সালাতের আগে যবেহ করল সেটা তার গোশতের প্রয়োজন পূরণ করবে, কিন্তু তা 'নুসুক' হিসেবে গণ্য হবে না।'

এই হাদীস বহু সহীহ সনদে বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে কোথাও বিস্তারিতভাবে, কোথাও সংক্ষিপ্তভাবে। এখানে কিছু হাওলা উল্লেখ করছি। সহীহ বুখারী, হাদীস ৯৫১, ৯৫৫, ৯৬৫, ৯৬৮, ৫৫৪৫, ৫৫৪৬; সহীহ মুসলিম হাদীস ১৯৬১, ৪, ৬, ৭; মুসনাদে আহমদ ৪/২৮১-২৮২, ৩০৩; জামে তিরমিযী হাদীস ১৫০৮, সুনানে নাসায়ী হাদীস ৪৩৯৪-৪৩৯৫; সহীহ ইবনে হিব্বান হাদীস ৫৯০৭, ৫৯১০, ৫৯১১

এই হাদীসে সুরাতুল কাউসারের ব্যাখ্যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল থেকে পাওয়া গেল, যার সারমর্ম এই যে, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحِرْ, সুতরাং আপনার পালনকর্তার উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করুন এবং কুরবানী করুন। 'সালাত আদায় করুন' শব্দে ঈদের নামায এবং 'কুরবানী করুন' শব্দে ঈদুল আযহার কুরবানীও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল ও ইরশাদ থেকে এ কথাও স্পষ্ট হয়ে গেল যে, ঈদুল আযহার কুরবানী হচ্ছে, ওই নুসুক, যা সূরা আনআমের ১৬২ নং আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে। আর তা আদায় করা হয় আল্লাহ তাআলার ইবাদত হিসেবে। এর উদ্দেশ্যে গোশত ভক্ষণ করা বা গোশতের প্রয়োজন পূরণ করা নয়। তবে কুরবানী হয়ে যাওয়ার পর আল্লাহ তাআলা সে পশুর গোশত কুরবানীদাতার জন্য হালাল করেছেন এবং দশ যিলহজ্ব থেকে মোট চার দিন রোযা রাখতে নিষেধ করে যেন তাঁর মেহমানদারী কবুল করার আদেশ দিয়েছেন।

ঈদুল আযহার দিবস মুসলমানদের জন্য খুশির দিবস। খুশির অন্তর্নিহিত কারণ হচ্ছে আরাফা দিবসের ব্যাপক মাগফিরাত, কুরবানী দিবসে আল্লাহর দরবারে কুরবানী পেশ করার সৌভাগ্য এবং আল্লাহর দরবারে কবুল হওয়া কুরবানী থেকে মেহমানদারী লাভ। বলাবাহুল্য, এই তাৎপর্য অনুধাবন করার জন্য অন্তরে প্রয়োজন ঈমানের মিষ্টতা এবং খালিক ও মালিকের মহক্বত ও ভালোবাসা। বস্তববাদী ও যুক্তিপূজারী হৃদয় দুঃখজনকভাবে এ নিয়ামত থেকে শূণ্য।

সুন্নাহর আলোকে কুরবানী

এ পর্যন্ত শুধু কুরআন মজীদ থেকে আলোচনা করা হল। যদি এ বিষয়ের 'সহীহ' ও 'হাসান' হাদীসগুলো একত্রিত করা হয় তবে একটি দীর্ঘ কিতাব তৈরি হতে পারে। শুধু সহীহ ইবনে হিব্বানে 'কিতাবুল উযহিয়া' হাদীসের ধারাবাহিক ক্রমিক নং অনুসারে ৫৮৯৭ থেকে ৫৯৩৩ পর্যন্ত বিস্তৃত। এগুলোর মধ্যে সামান্য কিছু পুনরুল্লেখ রয়েছে। পক্ষান্তরে এ কিতাবের বাইরেও এ বিষয়ে আরো সহীহ হাদীস অন্যান্য কিতাবে রয়েছে।

উপরে উল্লেখিত হাদীসগুলো ছাড়া এখানে আরো কয়েকটি হাদীস পেশ করছি।

১. হযরত উম্মে সালামা রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'কুরবানীর ইরাদাকারী যিলহজ্জের চাঁদ দৃষ্টিগোচর হওয়ার পর, যেন তার নখ, চুল ইত্যাদি কর্তন না করে, কুরবানী করা পর্যন্ত।' -সহীহ মুসলিম হাদীস ১৯৭/৩৯-৪২; তিরমিযী হাদীস ১৫২৩; আবু দাউদ, হাদীস ২৭৯১; নাসায়ী হাদীস ৪৩৬২-৪৩৬৪, সহীহ ইবনে হিব্বান হাদীস ৫৮৯৭, ৫৯১৬, ৫৯১৭

২. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. সূত্রে বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদীসে এসেছে যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ধীন বিষয়ে জানতে এসেছিল। জওয়াব নিয়ে যাওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আবার ডাকলেন এবং বললেন,

أَمَرْتُ بِيَوْمِ الْأَضْحَى جَعَلَهُ اللَّهُ عِيْدًا لِهَيْدِهِ الْأُمَّةِ

'আমাকে ইয়াওমুল আযহার' আদেশ করা হয়েছে (অর্থাৎ, এ দিবসে কুরবানী করার আদেশ করা হয়েছে।) এ দিবসকে আল্লাহ এ উম্মতের জন্য ঈদ বানিয়েছেন। লোকটি বলল, আমার কাছে যদি শুধু পুত্রের দেওয়া একটি দুধের পশু থাকে আমি কি তা-ই কুরবানী করব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না, বরং তুমি সেদিন তোমার মাথার চুল কাটবে (মুণ্ডাবে বা ছোট করবে) নখ কাটবে, মোচ কাটবে এবং নাভির নিচের চুল পরিষ্কার করবে। এটাই আল্লাহর কাছে তোমার পূর্ণ কুরবানী গণ্য হবে। -মুসনাদে আহমদ ২/১৬৯; হাদীস ৬৫৭৫; সহীহ ইবনে হিব্বান হাদীস ৭৭৩, ৫৯১৪; আবু দাউদ হাদীস ২৭৮৯; নাসায়ী হাদীস ৪৩৬৫

৩. হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যার কাছে সম্পদ আছে এরপরও সে কুরবানী করল না (অর্থাৎ কুরবানী করার সংকল্প তার নেই) সে যেন আমাদের ঈদগাহের নিকটেও না আসে।' -মুসনাদে আহমদ ২/৩২১; মুসতাদরাক হাকিম ৪/২৩১, হাদীস ৭৬৩৯

৪. হযরত আলী রাযি. বলেন,
 أَمْرًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأَذْنَ وَأَنْ لَا تَضْحَى بِمُقَابِلَةِ وَلَا مَدَابِرَةَ وَلَا شَرْفَاءَ وَلَا خَرْفَاءَ

'আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ করেছেন আমরা যেন (কুরবানী পশুর) চোখ ও কান ভালো করে দেখে নিই এবং কান কাটা বা কান ফাড়া ও কানে গোলাকার ছিদ্র করা পশু দ্বারা কুরবানী না করি। -মুসনাদে আহমদ ১/৮০; ১০৮, ১৪৯; সহীহ ইবনে খুইইমা হাদীস ২৯১৪-২৯১৫; আবু দাউদ হাদীস ২৮০৪; নাসায়ী হাদীস ৪৩৭৩-৪৩৭৪

৫. হযরত বারা ইবনে আযেব রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,
 أَرْبَعٌ لَا يَضْحَى بِهِنَّ الْعَوْرَاءُ الْبَيْنَ عَوْرَتِهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيْنَ مَرْضَتِهَا وَالْعَرَجَاءُ الْبَيْنَ ظُلْعَمِهَا وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تَنْفَى

'চার ধরনের পশু দ্বারা কুরবানী করা যায় না। যে পশুর চোখের জ্যোতি ক্ষতিগ্রস্ত, যে পশু অতি অসুস্থ, যে পশু খোঁড়া আর যে পশু অত্যধিক শীর্ণকায়।' -মুয়াত্তা মালিক ২/৪৮২; সহীহ ইবনে হিবান হাদীস ৫৯১৯; নাসায়ী হাদীস ৪৩৭৩-৪৩৭১; তিরমিযী হাদীস ১৪৯৭

কুরবানী সম্পর্কে আরো অনেক হাদীস ও আছার এসেছে। এখানে সবগুলো সংকলিত করা আমার উদ্দেশ্য নয়, আমি শুধু আরেকটি হাদীস উল্লেখ করে শেষ করছি। আম্মাজান হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানী করার জন্য একটি দুধা আনতে বললেন, যার শিং রয়েছে, যার পা কালো, পেটের চামড়া কালো এবং চোখ কালো। দুধা আনা হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আয়েশা, আমাকে ছুরি দাও। এরপর বললেন, একটি পাথরে ঘষে ধারালো করে দাও। তিনি ধারালো করে দিলেন। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছুরি হাতে নিলেন এবং দুধাটি মাটিতে শায়িত করলেন। এরপর বিসমিল্লাহ বলে যবেহ করলেন এবং বললেন-

اللَّهُمَّ قَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ

'ইয়া আল্লাহ! মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে, মুহাম্মাদের পরিবারের পক্ষ থেকে এবং মুহাম্মাদের উম্মতের পক্ষ থেকে কবুল করুন।' - সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৯৬৭, সহীহ ইবনে হিবান হাদীস ৫৯১৫; আবু দাউদ হাদীস ২৭৯২

অন্য হাদীসে এসেছে যে, কুরবানীর পশু যবেহ করার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দুআ পড়েছেন-

بِسْمِ اللّٰهِ اللّٰهُمَّ مِنْكَ وَ لَكَ اللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي مَحْمَدٍ

‘আল্লাহর নামে। ইয়া আল্লাহ! তোমার নিকট থেকে এবং তোমার উদ্দেশ্যে। ইয়া আল্লাহ! মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে কবুল করুন।’ -আলমুজামুল কাবীর, তবারানী হাদীস ১১৩২৯; মাজ্জামউয যাওয়াইদ ৪/২১

মোটকথা, পূর্ণ তাওহীদ ও ইখলাসের সঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেখানো পদ্ধতিতে আল্লাহর দরবারে কবুল হওয়ার আশা অন্তরে নিয়ে কুরবানী করা উচিত। আল্লাহ তাআলার আদেশ পালন করে কবুল হওয়ার প্রত্যাশা এবং আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে মেহমানদারীর সৌভাগ্য লাভের অনুভূতি বান্দার মধ্যে আনন্দও সৃষ্টি করে। আর এটাই হচ্ছে ঈদুল আযহার প্রাণকথা। কুরবানীর সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুআতে, **اللَّهُمَّ مِنْكَ وَ لَكَ** ‘ইয়া আল্লাহ! তোমার নিকট থেকে এবং তোমারই উদ্দেশ্যে’ যে শব্দ এসেছে তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে খুব সহজেই বোঝা যায়, কুরবানীর হাকীকত কী। আল্লাহ-প্রদত্ত রিয়ক এবং আল্লাহর নেয়ামত আমরা লাভ করেছি আর আল্লাহর হুকুমে তা কুরবানী রূপে তাঁর দরবারে পেশ করার সৌভাগ্য লাভ করেছি আবার তা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে মেহমানদারী হিসেবে গ্রহণ করার নির্দেশনা পেয়েছি। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, কুরবানী নামায-রোযার মতো ফরয আমল নয়, তবে এটি অন্যান্য সুল্নতে মুয়াক্কাদার চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজিব আমল। সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়মিত কুরবানী করেছেন, কোনো বছর বাদ দেননি (আল ইসতিযকার, ইবনে আশ্বিন বার ১৫/১৬৩-১৬৪) কখনো কখনো কুরবানী করার জন্য সাহাবীদের মধ্যে কুরবানীর পণ্ড বন্টন করেছেন। -সহীহ বুখারী হাদীস ৫৫৫৫

আর হযরত আলী রাযি.-কে আদেশ করেছেন (ইত্তেকালের পরেও) তাঁর পক্ষ থেকে কুরবানী করতে। তাই তিনি প্রতি বছর নিজের কুরবানীর সঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে কুরবানী করতেন। -মুসনাদে আহমাদ হাদীস ৮৪৩, ১২৭৮, আবু দাউদ হাদীস ২৭৮৭

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত উম্মতের মধ্যে এই ইবাদত ‘তাওয়ারুছ’ ও ‘তাওয়াতুুরে’র সঙ্গে চলমান রয়েছে এবং প্রতি বছর ‘শিয়ার’রূপে (ইসলামের একটি প্রকাশ্য ও সম্মিলিতভাবে আদায়যোগ্য ইবাদত হিসেবে) তা আদায় করা হয়েছে। অতএব কেউ যদি মনে করে, কুরবানী ইবাদত নয় এবং ইসলামী শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত নয় তবে সে শরীয়ত অস্বীকারকারী।

নয়া যামানার তাহরীকী ফিতনা

কেউ হয়ত ভাবতে পারেন, কুরবানীর মতো একটি সর্বজনবিদিত বিধান সম্পর্কে এত দীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজন কী? কুরবানীর ফযীলত ও গুরুত্বপূর্ণ কিছু মাসয়ালা-মাসায়েল উল্লেখ করা হলেই তো প্রয়োজন মিটে যায়, কুরবানী যে

শরীয়তের একটি বিধান-এ বিষয়ে দলীল প্রমাণের আলোচনা-উদ্ধৃতির প্রয়োজন আসলো কেন?

বস্তৃত এ সময়টা মত প্রকাশের স্বাধীনতার নামে বিশৃঙ্খলা ও নীতিহীনতার যুগ। কোনো বিষয়ের প্রকৃত রূপ বিকৃত করে অভিনব কিছু প্রকাশ করাই যেন এ সময়ের গবেষকদের কীর্তি হিসেবে গণ্য হয়। পাশ্চাত্যের ধ্যান-ধারণায় প্রভাবিত একটি শ্রেণী অজ্ঞতা ও অহংবোধের সঙ্গে যে বিষয়কে তাদের নির্যাতনের টার্গেট বানিয়েছে তা হল ইসলামী শরীয়তের বিধিবিধান। ভারত-পাকিস্তানের একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী, মুনকিরে হাদীস এবং মুলহিদ-মুনাফিক দীর্ঘদিন পর্যন্ত কুরবানীর মতো ইসলামী বিধানকে ভিত্তিহীন, অযৌক্তিক প্রমাণ করার অপচেষ্টায় লিপ্ত আছে। তাদের প্রতিনিধি হয়ে কিংবা তাদের দেখাদেখি অত্র-পশ্চাতের কোন চিন্তা না করে আমাদের দেশেরও কিছু লোক ওই আলোচনাগুলো নকল করে থাকে। আমার এক বন্ধু তাদের একটি প্রবন্ধ সংকলন আমাকে এনে দিয়েছিলেন। আমি সংকলনটি দেখে আশ্চর্য হয়েছি।

তাদের 'জ্ঞান-গরিমা'র একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। সুরা ছাফফাতে, যেখানে ইবরাহীম (আ.)-এর পরীক্ষা গ্রহণ করেন এবং তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর আল্লাহ ইসমাইল (আ.)-কে রক্ষা করেন আর তার পরিবর্তে একটি পশু কুরবানী হওয়ার জন্য প্রেরণ করেন সেখানে এসেছে,

কুরআন মজীদের শব্দ হল। 'যিবহুল' আর তাকে বানিয়েছে 'যাবহুল'। অথচ প্রথমটির অর্থ হচ্ছে যবহের জন্য প্রস্তুতকৃত পশু আর দ্বিতীয়টির অর্থ হচ্ছে, যবেহ করা। সেই প্রবন্ধ থেকে অনুমিত হয় যে, তারা 'যিবহুল' ও 'যাবহুল' এই দুই শব্দের পার্থক্য না বোঝার মত জাহিল নয়। ভাবতে যতই কষ্ট হোক সত্য কথা এটাই মনে হয় যে, তাদের পক্ষে মিল্লাতে ইবরাহীমীর একটি বিধান ও ইবাদত হিসেবে কুরবানীকে সহ্য করা সম্ভব হচ্ছে না। তাই ইচ্ছাকৃতভাবে তারা এই তাহরীফ বা অপব্যাত্যা করেছে এবং গায়ের জোরে একথা বলে দিয়েছে যে, ইসমাইল (আ.)-এর স্থলে কোনো পশু কুরবানী করা হয়নি। অথচ وَقَدَّيْتَهُ بِذَبِيحٍ عَظِيمٍ আয়াতে একথাই বলা হয়েছে যে, ইসমাইল (আ.)-এর পরিবর্তে একটি পশু আল্লাহ পাঠিয়েছেন। আর তা-ই যবেহ করা হয়েছিল।

পশুটি কী ছিল তা হাদীস শরীফে এসেছে। তা ছিল একটি দুশা। মু'জামে কাবীর তবারানীতে নির্ভরযোগ্য সনদে এসেছে, নু'মান ইবনে আবু ফাতিমা বলেন, তিনি একটি শিংওয়ালা ও বড় চোখ বিশিষ্ট দুশা ক্রয় করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা দেখে বললেন, এটা তো হুবহু ওই দুশার মতোই মনে হচ্ছে যা ইবরাহীম (আ.) যবেহ করেছিলেন। একথা শুনে এক আনসারী সাহাবী ওই রকম একটি দুশা কিনে আনলেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা কুরবানী করলেন। -মাজমাউয যাওয়াদ ৪/২৩

মুসনাদে আহমদ ৪/৬৮, হাদীস ১৬৫৯৫; সুনানে আবু দাউদ হাদীস ২০২৭; মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক ৫/৮৬-৮৮ এবং ইয়াম আবুল ওয়ালিদ আল আযরাকী (মৃত্যু ২৪৭ হিজরী) 'তারীখু মক্কা' হাদীস ২২৩-২২৪

বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য বর্ণনার মাধ্যমে একথাও উল্লেখিত আছে যে, 'হযরত ইসমাইল (আ.)-এর পরিবর্তে যে দুধা যবেহ করা হয়েছিল তার দু'টি শিং দীর্ঘদিন পর্যন্ত কাবা শরীফের দেওয়ালে ঝোলানো ছিল। যখন কাবা শরীফে আশুভন লেগেছিল তখন অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে এটাও নষ্ট হয়ে যায়।' এই সকল বিষয়কে অস্বীকার করার জন্য কুরআনের 'যিবহ্নন আযীম' শব্দকে 'যাবহ্নন আযীম' শব্দে পরিবর্তন করা হয়েছে। নাউযুবিল্লাহ।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, নিজের অজ্ঞতা অনুধাবন করার পরিবর্তে তারা অন্যদের ওপর এই অভিযোগ দায়ের করেছে যে, তারা 'আযীম' শব্দের অনুবাদ করেছেন দুধা! বলা বাহুল্য, এ দাবি সত্য নয়। কেননা, কোনো আলিম তো দূরের কথা, মাদরাসার একজন তালিবে ইলমও এই তরজমা করতে পারে না। সবারই জানা আছে যে, 'আযীম' অর্থ বড়, মহান ইত্যাদি। কিন্তু 'যিবহ্নন' শব্দের অর্থ হচ্ছে 'যবেহরপশ' আর হাদীস শরীফে এসেছে যে, তা ছিল দুধা।

এরপর তাদের আরেক অভিনব দাবি এই যে, 'কুরবান' শব্দ কোথাও 'পশু-জবাই' অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। একথাও একেবারে ভুল। জুমার দিন তাড়াতাড়ি মসজিদে যাওয়া বিষয়ে যে হাদীস এসেছে তা অনেক সাধারণ মানুষেরও জানা আছে ওই হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'জুমার দিন যারা প্রথমে আসে তারা যেন উট কুরবানী করল, যারা এরপরে আসে তারা যেন গরু কুরবানী করল....'। -সহীহ বুখারী হাদীস ৮৮১

আরবীতে কথাগুলো এভাবে এসেছে

فَكَانَ مَا قَرَّبَ بَدْنَةً.... فَكَانَ مَا قَرَّبَ بَقْرَةً....

মুসনাদ আহমদে এসেছে নিম্নোক্ত শব্দে-

الْمُهَاجِرُ يُرِيدُ الْجَمْعَةَ كَمَقْرَبِ الْقَرْبَانِ فَمَقْرَبٌ جَزُورًا وَمَقْرَبٌ بَقْرَةٌ
وَمَقْرَبٌ شَاةٌ وَمَقْرَبٌ دَجَاجَةٌ وَمَقْرَبٌ بَيْضَةٌ

উট, গরু এবং বকরীর 'কুরবান' হয় যবেহ করার মাধ্যমে আর মুরগী ও ডিমের 'কুরবান' সাদাকার মাধ্যমে। কেননা এ ছওয়াবের কথাই অন্য হাদীসে এসেছে এভাবে, كَنَاجِرِ الْبَدْنَةِ كَنَاجِرِ الْبَقْرَةِ.... অর্থাৎ উট যবেহকারীর মতো, গরু যবেহকারীর মতো।' -সুনানে ইবনে মাজা হাদীস ১৬৯৩ صحیح

তাই 'কুরবান' শব্দ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীতে পশু যবেহের মাধ্যমে আল্লাহ নৈকট্য অর্জনের অর্থে ব্যবহৃত হয়নি একথা বাস্তবসম্মত নয়। অরেকটি বড় ইলমী খিয়ানত এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মিথ্যারোপের দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

মুসলিম সমাজে তথাকথিত 'কুবানির ঈদ' অর্থাৎ পশু জবাইর আনন্দ ধ্যানে রেখেই এই বিনোদন। এ ব্যাপারে আল্লাহর হুকুম থাকলে, এ বিনোদনের সুযোগ থাকতো না। তারপরও ইয়াউমুল আদহা বা ঈদুল আদহা অর্থাৎ বলি বা উৎসর্গ দিবস বা উৎসর্গের আনন্দ বলে মুসলিম সমাজে একটি পর্ব রীতি চালু আছে। এ দিবসে মুসলিমগণ দিবসের প্রথম ভাগে সকালের দিকে দু'রাকাত নামাজ পড়ে এবং অতপর পশু জবাই করে অংশ বিশেষ দান করে বাকিটা আত্মীয়-স্বজন নিয়ে ধূম ধারাক্লা করে আনন্দ করে ভোগ উপভোগ করে। রাসূলের সময় থেকে দেখা যায়, এ দিবসে প্রত্যেকেই সাধ্যমত নতুন পোশাক পরিধান করে; ... নানা রকম বিনোদনের মধ্য দিয়ে দিবস যাপন করে। এ উৎসব চলে তিন দিনব্যাপী। রাসূল এ উৎসবটি চালু করেন। তিনি অন্য সমাজের দেখাদেখি এটি চালু করেন। তিনি বলেন, প্রত্যেক জাতি-সম্প্রদায়েরই কিছু কিছু আনন্দের দিবস আছে; আর এটি হলো আমাদের আনন্দের দিন। এ দিনে আমরা নামাজ পড়বো; অতঃপর পশু জবাই করবো। রাসূলের কোন বাণীতেই এ দিবসটি ত্যাগের দিবস বা কুরবানির দিবস বলে উল্লেখ নেই। বস্তুতঃ এ একটি যৌথ সামাজিক আনন্দ অনুষ্ঠান। আনন্দ করে পশু জবাই করার অনুষ্ঠান নয়। তবে, অনুষ্ঠানের প্রয়োজনে পশু জবাই করা হয়। যৌথ সামাজিক আনন্দ অনুষ্ঠানের প্রয়োজনে যথা প্রয়োজন পশু জবাই করার অনুমোদন মাত্র। এটা কোন বাধ্যতামূলক অনুষ্ঠান নয়। "পশু কোরবানী একটি বিকল্প প্রস্তাব" : পৃ. ১৭-১৮ (নাউযুবিল্লাহ হুন্মা নাউযুবিল্লাহ)

এখানেও কুরবানী বিষয়ক কুরআনী আয়াত ও দ্বীনী ধারাকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

১. তাদের কথার ঢং থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, যদি কুরবানীর আদেশ আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আসত তাহলে কোনো আপত্তি ছিল না কিংবা তার বিপরীতে নতুন কোনো প্রস্তাব পেশ করারও প্রয়োজন হত না, কিন্তু যেহেতু বিষয়টি শুধু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে এসেছে এজন্য তা সংশোধন যোগ্য! আর তাই তারা কুরবানীর বিভিন্ন বিকল্প পেশ করতে শুরু করেছে।

মনে রাখতে হবে যে, এটা মুনকিরে হাদীস (হাদীস অস্বীকারকারী) ফের্কার ধারণা, যারা উম্মাহর সর্বসম্মতিক্রমে কুরআনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মুসলিম উম্মাহ থেকে খারিজ। কুরআনের ঘোষণা হচ্ছে,

'আর যে রাসূলের আনুগত্য করে সে আল্লাহর অনুগত হল।' -সূরা নিসা : ৮০

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে,

'আর যে রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে তার নিকটে হেদায়াত প্রকাশিত হওয়ার পর এবং মু'মিনদের পথ ভিন্ন পথের অনুসরণ করে আমি তাকে সেদিকেই ফিরিয়ে দিব যেদিকে সে ফিরে গেল। আর তাকে জাহান্নামে প্রবিষ্ট করব, তা কতই না মন্দ নিবাস।' -সূরা নিসা ১১৫

আরও ইরশাদ হয়েছে,

‘না’ তোমার রবের শপথ, তারা মু’মিন হবে না যে পর্যন্ত তাদের মধ্যকার বিসংবাদিত বিষয়ে তোমাকে ফয়সালাদাতা হিসেবে গ্রহণ না করে। অতঃপর তোমার ফয়সালায় কোনরূপ কুষ্ঠা অনুভব না করে আর পূর্ণরূপে সমর্পিত না হয়।’ -
সূরা নিসা :৬৫

অতএব এই ধারণা একেবারেই ভুল যে, ঈদুল আযহার কুরবানীর হুকুম আল্লাহর পক্ষ থেকে আসেনি। কেননা প্রথমত যে বিধান সহীহ হাদীসে এসেছে তা পরোক্ষভাবে আল্লাহ তাআলারই হুকুম এবং ওহীর শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যা উপরে আলোচনা করা হয়েছে। তা এই যে, ঈদুল আযহার কুরবানীর বিধান কুরআন মাজীদেদর অন্তত দুই আয়াতে এসেছে।

২. ঈদুল আযহা ইসলামের একটি পরিভাষা, যার অর্থ হচ্ছে ওই ঈদ যাতে আল্লাহর হুকুমে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জনের জন্য তাঁর দেওয়া পশু থেকে রাসূল নির্দেশিত তরীকায় যবেহ করা। কুরবানী হয়ে যাওয়ার পর তাঁরই আদেশ সে পশুর গোশত নিজেরাও খেয়ে থাকে, আত্মীয়-স্বজনকে হাদিয়া দিয়ে থাকে এবং গরীব-মিসকীনকে সদকা করা হয়।

أَضْحَى ‘আযহা’ أَضْحَاهُ শব্দের বহুবচন। আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য ‘নুসুক’ হিসেবে যে পশু যবেহ করা হয় তাকে আরবী ভাষায় ‘আযহা’ বলে। তাহলে ‘আযহা’ অর্থ কুরবানী। ‘ইয়াওমুল আযহা’ অর্থ কুরবানীর দিন এবং ‘ঈদুল আযহা’ অর্থ যে ঈদে কুরবানী করা হয়।

এই মর্যাদাপূর্ণ দ্বীনী পরিভাষার অমর্যাদা করে তারা তাকে হিন্দুদের শিরকী উৎসব ‘বলি উৎসবে’র সঙ্গে তুলনা করেছে। অথচ বলি হচ্ছে সম্পূর্ণ শিরকী কাজ আর কুরবানী হচ্ছে তাওহীদের শিক্ষা অবলম্বনকারীদের আল্লাহর আদেশ পালন, যা সম্পূর্ণরূপে শিরক মুক্ত, ইখলাস ও তাওহীদের উপর নির্ভরশীল।

৩. এটাও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মিথ্যারোপ যে, তিনি ঈদুল আযহার বিধান অন্যদের দেখাদেখি জারি করেছেন। নাউযুবিল্লাহ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বীনের বিষয় ওহী থেকে গ্রহণ করতেন, অন্য কোনো জাতির অনুকরণ থেকে নয়। অন্যদের দেখাদেখি যদি শরীয়ত প্রণয়ন সম্ভব হত তাহলে আর রাসূলের কী প্রয়োজন ছিল। বুদ্ধিজীবীরাই তা করে ফেলতে পারতেন!

ঈদ সম্পর্কে হাদীস শরীফে এসেছে যে, জাহেলী যুগের লোকদের বৎসরে দু’টি দিন ছিল, যে দিনগুলোতে তারা ক্রীড়া-কৌতুক করত। যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় তাশরীফ আনলেন তখন বললেন,

قَدْ أَبَدَلَكُمْ اللَّهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى

‘আল্লাহ তোমাদেরকে এ দু’দিনের পরিবর্তে উত্তম দু’টি দিন দান করেছেন। তা হচ্ছে ইয়াওমুল ফিতর ও ইয়াওমুল আযহা।’ -সুনানে নাসায়ী হাদীস ১৫৬১, মুসনাদে আহমাদ ৩/১৭৮ হাদীস ১২৮২৭; ৩/১০৩ হাদীস ১২০০৬; সুনানে আবু দাউদ হাদীস ১১৩১

পূর্বের আলোচনায় বিভিন্ন উদ্ধৃতিতে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী উল্লেখ করা হয়েছে,

أَمَرْتُ بِيَوْمِ الْأَضْحَى جَعَلَهُ اللَّهُ عِيدًا لِهَذِهِ الْأُمَّةِ

‘আমাকে ইয়াওমুল আযহাতে কুরবানী করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। এ দিনকে আল্লাহ আমাদের জন্য ঈদ সাব্যস্ত করেছেন।’ এরপরও কি যার রাসূলের প্রতি ঈমান আছে সে এ কথা বলতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বিধান অন্যদের দেখাদেখি জারি করেছেন? নাউমুল্লাহ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি আল্লাহ তাআলার উদ্ধৃতি ছাড়াও এ বিধান জারি করেছেন তবুও তা আল্লাহ তাআলারই পক্ষ থেকে হত। কেননা, তিনি ধীন ও শরীয়ত আল্লাহ তাআলার কাছ থেকেই ওহীর মাধ্যমে গ্রহণ করতেন।

৪. এ কথাও আপত্তিকর যে, ‘রাসূলের কোনো বাণীতেই এ দিবস ত্যাগের দিবস’ বা ‘কুরবানীর দিবস’ বলে উল্লেখিত হয়নি। মুসলিমরা তো একে ত্যাগের দিবস বলেন না। অতএব এর সূত্র খোঁজারও প্রয়োজন নেই। আর ‘কুরবানীর দিবস’ শব্দেরই বা কেন প্রয়োজন হল? কেননা হাদীস শরীফে এর সমার্থক বা নিকটবর্তী অর্থবোধক শব্দ বিদ্যমান রয়েছে। হাদীস শরীফে এ দিন কে সাধারণভাবে ‘ইয়াওমুল নাহর’ বলা হয়েছে। ‘ইয়াওমুল যাবহ’ শব্দও এসেছে। এ দিনের বিশেষ আমলকে ‘নুসুক’ ও ‘আযহিয়া’ বলা হয়েছে। আমাদের ভাষায় এর তৃতীয় নাম ‘কুরবান’ বা কুরবানী সাধারণভাবে পরিচিত। এই নামও হাদীস শরীফে এসেছে, যা ইতোপূর্বে সহীহ বুখারী ও মুসনাদে আহমদের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

এখান থেকেই এ দিবস কুরবানীর দিবস হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। এ নামের সঙ্গে যদি কারো দ্বিমত থাকে তবে তিনি আরবী নাম ‘ইয়াওমুল আযহা’ ব্যবহার করতে পারেন, কিন্তু তাতে কি মূল বিষয়ে কোনো পরিবর্তন হবে?

৫. একথা বলা যে, ‘আইয়ামে নাহরে’ (১০, ১১ ও ১২ যিলহজ্জ) কুরবানীর কথা ইসলামে এসেছে আসলে উৎসবে গোশতের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। সে প্রয়োজন পূরণ করার জন্যই এ আয়োজন, নির্ধারিত কোনো ইবাদত হিসেবে নয়!

একথাও সম্পূর্ণরূপে দ্বীনের তাহরীফ বা বিকৃতিসাধন। যদি উৎসবের প্রয়োজনেই কুরবানী বিধিবদ্ধ হত তাহলে তো এত নিয়ম-কানুন, এত মাসআলা-মাসায়েলের প্রয়োজন হত না। এত শর্ত-শারায়তের প্রয়োজন ছিল না যে, কুরবানীর জন্য এমন পশু হতে হবে। এই এই ক্রটি থাকলে সে পশু দিয়ে কুরবানী

শুক হবে না। শুধু গৃহপালিত পশু দ্বারাই কুরবানী হবে। অন্য পশু দ্বারা হবে না। এত বয়সের পশু হতে হবে, তার চেয়ে কম বয়সী পশু দ্বারা কুরবানী হবে না। ঈদের নামাযের আগে যবেহ করলে কুরবানী হবে না। শুধু ১০ থেকে ১২ যিলহজ্জ পর্বন্ত কুরবানী করা যাবে, এরপরে আর করা যাবে না। ইত্যাদি ইত্যাদি। যদি শুধু গোশতের উদ্দেশ্যেই কুরবানী হতো তবে তো যে কোনো হালাল পশু যে কোনো দিন যে কোনো সময় যবেহ করা অনুমোদিত হত।

সালাতুল ঈদের আগে যবেহকৃত পশু সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিষ্কার বলেছেন যে, 'এটা ইচ্ছে শাতু লাহমিন' অর্থাৎ গোশতের ছাগল'। এর মাধ্যমে নুসুক আদায় হবে না। কুরবানী যদি গোশতের জন্যই হত তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একথার কোনো অর্থ থাকে না।

যদি কুরবানী গোশতের প্রয়োজন পূরণের জন্য হত তাহলে এর জন্য ইখলাস শর্ত হত না এবং শরীয়তে এই মাসআলা থাকত না যে, কোনো শরীক যদি গোশতের নিয়তে কুরবানীতে শরীক হয় তাহলে না তার কুরবানী হবে না অন্যদের। মোটকথা, কুরবানী একটি ইবাদত। একে সাধারণ পশু-জবাই সাব্যস্ত করা কিংবা গোশতের প্রয়োজন পূরণের মাধ্যম সাব্যস্ত করা হয় জাহালাত ও অজ্ঞতা, কিংবা পরিকল্পিতভাবে শরীয়ত-বিকৃতির অপচেষ্টা।

৬. একথা বলা যে, ঈদুল আযহার আনন্দ হচ্ছে পশু-জবাইয়ের আনন্দ কিংবা শুধু আনন্দ করার জন্য পশু ধরে ধরে জবাই করা-এটাও হয় জাহালাত, কিংবা শরীয়ত বিকৃতির অপচেষ্টা।

ঈদুল আযহার আনন্দ হচ্ছে আল্লাহর আদেশ পালনের আনন্দ। আল্লাহ এ আনন্দ উদযাপনের আদেশ করেছেন। এ আনন্দ আরাফা-দিবসের সাধারণ মাগফিরাত হাসিল হওয়ার আনন্দ। হাজীদের জন্য হজ্জ সম্পন্ন করতে সক্ষম হওয়ার আনন্দ। সবার জন্য আল্লাহর দরবারে কুরবানী পেশ করার সৌভাগ্য লাভের আনন্দ। এরপর আল্লাহর দরবারে কবুল হওয়া বস্ত্র থেকে, যা ইখলাসের সঙ্গে কুরবানী আদায়কারী প্রত্যেক মুমিনের অন্তরের প্রত্যাশা, আল্লাহ তাআলার মেহমানদারীরূপে গ্রহণ করার আনন্দ। পশু জবাইয়ের 'দর্শন-সুখে' (!) কোনো মুমিন কি সুখী হয়? তাঁদের সুখ তো আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের মধ্যে।

বস্ত্রত ইসলামী ঈদকে যখন লোকেরা অন্যান্য জাতির উৎসবের সঙ্গে তুল্য মনে করতে থাকে তখনই তারা এ ধরনের অদ্ভুত সব কথাবার্তা বলতে থাকে। অথচ ইসলামের ঈদ স্বরূপ ও তাৎপর্য, বিধান ও সম্পাদন-পদ্ধতি সকল দিক থেকে অন্যদের পর্ব-উৎসব থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এ বিষয়ে আলকাউসারের রমযান-শাওয়াল ১৪২৭ হি. সংখ্যায় কিছুটা বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি।

আলোচিত বইটিতে ভ্রান্তি ও বিভ্রান্তি, অপব্যাখ্যা ও অপপ্রচারের যে

দৃষ্টান্তগুলো রয়েছে তার ফিরিস্তি অনেক দীর্ঘ আমি শুধু ভূমিকা থেকে নেওয়া কিছু কথার পর্যালোচনা করলাম সম্পূর্ণ বইয়ের উপর আলোচনা এক প্রবন্ধে করা সম্ভব নয়, এর জন্য স্বতন্ত্র রচনা প্রয়োজন।

আল্লাহ তাআলা প্রতি যুগের বেদ্বীন, বেইলম ও বেআমল 'গবেষক'দের অপপ্রচারের ফিতনা থেকে উন্নতকে রক্ষা করুন এবং আমাদেরকে সম্পূর্ণ তাওহীদ ও ইখলাসের সঙ্গে সুনুত মোতাবেক এই গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত আদায় করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

কুরবানীতে 'সমাজ প্রথা' বিষয়ক কয়েকটি প্রশ্ন ও তার উত্তর

প্রশ্ন ১. আমরা সমাজে একত্রিতভাবে একক বা শরিকী হিসাবে গরু, বকরী ইত্যাদি কুরবানী দিয়ে থাকি। কুরবানীর গোশত অর্ধেক সমাজে দেওয়া হয় এবং বাকী অর্ধেক মাথা-কলিজাসহ কুরবানী দেনেওয়ালার মালিক নিয়ে যায়। সমাজে দেওয়া গোশত হতে প্রতি ঘরে সমানভাবে বন্টন করে দেওয়া হয়। এতে কুরবানী দেনেওয়ালারাও সমাজের এক ভাগ পেয়ে থাকে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে সবার উপার্জন হালাল নাও হতে পারে। এমতাবস্থায় ঘরে ঘরে বন্টনকৃত গোশত আমরা সবাই খেতে পারি কি?

প্রশ্ন ২. কুরবানীর চামড়া অকশন বা ডাকে বিক্রি করে টাকা সমাজের মাতব্বর/সরদারগণ কয়েকদিন পরে কুরবানী দেনেওয়ালাদের ডেকে বিভিন্ন মাদরাসা ও সমাজের গরীব যারা আছে তাদেরকে কিছু কিছু দেওয়া হয় এবং অবশিষ্ট টাকা হতে সমান ভাগে ভাগ করে প্রত্যেক গরুওয়ালাকে দেওয়া হয়। হয়ত ৫০০ টাকা করে সবাইকে দিল। এর মধ্যে গরু রয়েছে ২০,০০০ টাকা, ১০,০০০ টাকা, ৮,০০০ টাকা ও ৬,০০০ টাকা দামের। এখন সবাইকে ৫০০ টাকা করে দেওয়া ঠিক হল কি বেঠিক হল, মাসআলা জানতে চাই? আর, কুরবানী জন্তর চামড়া আমরা নিজেরাই ব্যবহার করতে পারি কি?

প্রশ্ন ৩. অপর দিকে সমাজের লোক এটাও করছে যে, এলাকার মসজিদ-মাদরাসার জন্য মাসিক চাঁদা যারা দেয়, তাদের মধ্যে যারা বছরে বা মাসে চাঁদা

আদায় করেনি বা বাকী আছে, এই সুযোগে তাদের বাকী টাকা পয়সা আদায় করে নেয়। কুরবানীর বিষয়ে এটাই সমাজের নিয়ম। এ সম্পর্কে শরীয়তের কী নির্দেশ, জানতে চাই।

অতএব, হজুর সমীপে আমাদের আবেদন এই যে, কুরবানী প্রসঙ্গে উল্লেখিত বিষয় বা অবস্থার উপর অনুগ্রহ করে শরীয়ত মোতাবেক সঠিক মাসআলা অবগত করে বাধিত করতে হজুরের সদয় মর্জি হয়। আমরা যদি খুশী মত নিজ নিজ কুরবানী আলাদাভাবে করে সমাজের গরীব-দুঃখীদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ দিয়ে দেই তবে শরীয়ত মোতাবেক হবে কি?

উত্তর : জওয়াবের আগে ভূমিকাস্বরূপ কিছু বিষয় জেনে নেওয়া প্রয়োজন।

ভূমিকা : (ক) কোনো এলাকায় যদি এলাকাবাসী সকল মুসলিম ঐক্যবদ্ধভাবে কোনো সামাজিক সংঘ গড়ে তোলেন তবে তা অত্যন্ত প্রশংসনীয় বিষয়। এই সংঘবদ্ধতার উদ্দেশ্য হবে 'তা'উন আলাল বির ওয়াত তাকওয়া' অর্থাৎ পুণ্য ও খোদাভীতির কাজে পারস্পরিক সহযোগিতা, অসহায়, নিপীড়িত ও দুর্গত মানুষের সাহায্যে অগ্রসর হওয়া এবং শরীয়তের সীমারেখার মধ্যে অবস্থান করে সং কাজের আদেশ ও অসং কাজে বাঁধা প্রদান। এজন্য এ ধরনের সামাজিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটি বা দায়িত্বশীলদের মধ্যে আলেম-উলামা ও যোগ্যতাসম্পন্ন ধীনদার ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত থাকা প্রয়োজন।

অন্তত আলেমদের নিকট প্রয়োজনীয় মাসাইল জিজ্ঞাসা করে, যাতে তাদের সংঘবদ্ধতার উদ্দেশ্য সফল হয়, দায়িত্বশীলগণ দায়িত্ব পালনে অগ্রসর হবেন এটুকুতো একান্ত জরুরি।

(খ) মুসলমানদের বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য তা-ই যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু অনেক সময় কিছু অতিউৎসাহী মানুষ এসব প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের মধ্যে এমন কিছু বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত করে সম্মিলিতরূপ দিতে চান যেগুলোকে শরীয়ত ব্যক্তিগত পর্যায়ে কাজ সাব্যস্ত করেছে এবং ব্যক্তির ইচ্ছা স্বাধীনতার উপর ছেড়ে দিয়েছে।

এ ধরনের পদক্ষেপ ভালো নিয়তে ভুল পদক্ষেপ। আর শুধু নিয়ত ভালো হলেই কাজ ভালো হয় না। ভালো কাজ সেটাই যার পদ্ধতিটিও সঠিক। কোনো ঐচ্ছিক বিষয়কে অপরিহার্য বানানো, ব্যক্তিগতভাবে সম্পাদনযোগ্য বিষয়কে সম্মিলিত রূপ দেওয়া এবং তাতে সকলের অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক করা, সে মৌখিক ঘোষণার মাধ্যমে হোক বা বাধ্য-বাধকতার পরিস্থিতি সৃষ্টির মাধ্যমে হোক, অনেকগুলো কারণে ভুল। যথা :

১. এ ধরনের উদ্যোগের মাধ্যমে শরীয়তের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। কেননা, শরীয়ত তো বিশেষ উদ্দেশ্যেই এ বিষয়গুলো ব্যক্তিগত পর্যায়ে রেখেছে।

২. এর মাধ্যমে শরীয়ত-নির্দেশিত পছা পরিবর্তন করা হয়।

৩. শরীয়ত-নির্দেশিত পছা পরিবর্তনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতিরূপে অনেক জটিলতা ও শরীয়তের দৃষ্টিতে নিন্দিত অনেক বিষয়ের অবতারণা ঘটে। এসব জটিলতা এড়ানোর একমাত্র পদ্ধতি হচ্ছে, শরীয়ত যে বিষয়কে 'ইনফিরাদী' বা ব্যক্তিপর্যায়ের রেখেছে তাকে সম্মিলিতরূপে না দেওয়া এবং যে কাজ ঐচ্ছিক রেখেছে তাকে অপরিহার্য না করা।

(গ) কুরবানী একটি ইনফেরাদী তথা ব্যক্তিগতভাবে আদায়যোগ্য আমল। ঈদদের দিন সম্মিলিতভাবে জামাতে নামায আদায় করতে বলা হয়েছে, কিন্তু কুরবানীর পশু কোথায় জবাই করবে, গোশত কীভাবে বন্টন করবে এ বিষয়গুলো শরীয়ত সম্পূর্ণরূপে কুরবানীদাতার ইচ্ছা-স্বাধীনতার উপর ছেড়ে দিয়েছে। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদদের নামাযের জন্য ঈদগাহে একত্রিত হতে বলেছেন, কিন্তু কুরবানীর পশু জবাই করার জন্য কোনো বিশেষ স্থান নির্ধারণ করেননি বা সবাইকে বিশেষ কোনো স্থানে একত্রিতও হতে বলেননি। গোশতের ব্যাপারে বলেছেন, নিজে খাও, অন্যকে খাওয়াও, দান কর এবং ইচ্ছা হলে কিছু সংরক্ষণ কর। তিনি সাহাবায়ে কেলামকে একথা বলেননি যে, তোমরা গোশতের একটি অংশ আমার কাছে নিয়ে আস আমি তা বন্টন করে দিব কিংবা এই আদেশও দেননি যে, তোমরা নিজেদের এলাকা ও মহল্লার কুরবানীর গোশতের একটি অংশ একস্থানে জমা করবে এবং এলাকার নেতৃস্থানীয় লোকেরা তা বন্টন করবে।

যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে :

১. উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, একবার গ্রাম থেকে অনেক গরীব মানুষ ঈদুল আযহার সময় শহরে এসেছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা কুরবানীর গোশত তিনদিন পর্যন্ত রাখতে পারবে। এরপর যা উদ্বৃত্ত থাকবে তা সদকা করে দিবে। পরের বছর কুরবানীর সময় বললেন, আমি সেবার গরীব মানুষের উপস্থিতির কারণে তোমাদেরকে নিষেধ করেছিলাম। এখন তোমরা নিজেরা খেতে পার, সংরক্ষণ করতে পার এবং দান করতে পার।

-সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৯৭১/২৮

আরো বলেছেন, তোমরা নিজেরা খাও, সফরে খাওয়ার জন্য প্রস্তুত করে রাখ এবং আগামীর জন্য সংরক্ষণ কর। -সহীহ বুখারী হাদীস ১৭১৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৯৭২

২. অন্য হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার বলেছিলেন, হে মদীনাবাসী, তোমরা তিনদিনের অধিক কুরবানীর গোশত খাবে না। (অর্থাৎ তিন দিন পর যা থাকবে তা দান করে দিবে) (পরের বছর) সাহাবায়ে কেলাম আরজ করলেন, অনেকের পরিবারে সদস্য-সংখ্যা বেশী। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা খাও, অন্যকে খাওয়াও এবং সংরক্ষণ করে রাখ। আমি সে সময় ওই কথা এজন্য বলেছিলাম যে, মানুষের মধ্যে

ক্ষুধা ও দারিদ্র বেশি ছিল। এজন্য গরীব লোকদের সাহায্যের প্রয়োজন ছিল। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৯৭৩-১৯৭৪; সহীহ বুখারী হাদীস ৫৫৬৯

৩. অন্য হাদীসে এসেছে, কুরবানীর গোশত থেকে যে পরিমাণ ইচ্ছা তোমরা খাও, অন্যদেরকে খাওয়াও, সফরে পাথেররূপে সঙ্গে রাখ এবং যে পরিমাণ ইচ্ছা আগামীর জন্য সংরক্ষণ কর। -সুনানে নাসায়ী হাদীস ৪৪২৯-৪৪৩০; জামে তিরমিযী, হাদীস ১৫১০

৪. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কুরবানীর অবস্থা বয়ান করেন, 'তিনি কুরবানীর গোশতের এক তৃতীয়াংশ নিজের পরিবারের সদস্যদেরকে খাওয়াতেন, এক-তৃতীয়াংশ গরীব প্রতিবেশীদেরকে খাওয়াতেন এবং একতৃতীয়াংশ প্রার্থনাকারীকে দান করতেন। -আলওজাইফ, আবু মুসা আলমাদীনী, আলমুগনী, ইবনে কুদামা, ১৩/৩৭৯-৩৮০

(ঘ) ফিকহে হানাফীর প্রসিদ্ধ ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান (রহ.) তার হাদীসের সুপরিচিত কিতাব 'আলমুয়াত্তায়' (পৃষ্ঠা : ২৮২) এই বিষয়ের হাদীসগুলো লিখেছেন যে, কুরবানীর গোশতের সদকার পরিমাণ যেন এক তৃতীয়াংশ থেকে কম না হয়। অবশ্য কেউ যদি এক-তৃতীয়াংশ থেকে কম সদকা করে তাহলে সেটা না জায়েযও হবে না। আর কুরবানীর চামড়ার ব্যাপারে শরীয়তের শিক্ষা নিম্নরূপ।

১. কুরবানীদাতা ইচ্ছা করলে তা দাবাগাত করে অর্থাৎ প্রক্রিয়াজাত করে নিজে ব্যবহার করতে পারবে। -মুসনাদে আহমদ ৪/১৫, হাদীস ১৬১৬৩; বাদায়েউস সানায়ে খণ্ড ৪ পৃষ্ঠা ২২৫; আলমুহাম্মা বিল আছার ৬/৫১-৫৩

২. কিংবা পুরো চামড়া গরীব-মিসকীনকে, বিশেষত তারা যদি ধীনদার হয়, সদকা করতে পারবে। এটিই উত্তম। তাই কুরবানীদাতা স্বাধীনভাবে যাকে ইচ্ছা সদকা করতে পারে। কিন্তু চামড়া বা তার মূল্য দ্বারা কসাইকে পারিশ্রমিক দেওয়া সম্পূর্ণ না জায়েয। কসাইয়ের পারিশ্রমিক ভিন্ন অর্থ থেকে দিতে হবে। -ফাতহুল বারী ৩/৬৫-৬৫১; আলমুহাম্মা ৬/৫১-৫৩

৩. যদি একাধিক গরীব-মিসকিনকে চামড়ার মূল্য সদকা করতে চায় তবে এই উদ্দেশ্যে তা বিক্রিও করা যাবে। বিক্রি করার পর প্রাপ্ত অর্থ নিজ প্রয়োজনে ব্যবহার করা মোটেই জায়েয নয়। এই অর্থ যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত গরীব-মিসকিনকে সদকা করে দেওয়া জরুরি। -বাদায়েউস সানায়ে ৪/২২৫; তাকমিলা ফাতহুল ক্বাদীর ৮/৪৩৬-৪৩৭; ইলাউস সুনা ১৭/২৫৪-২৬০

উপরোক্ত হাদীস ও মাসাইল থেকে পরিস্কার হয়েছে যে, কুরবানীদাতা তার কুরবানীর গোশত কী পরিমাণ নিজে রাখবে, কী পরিমাণ অন্যকে খাওয়াবে, কী পরিমাণ সদকা করবে এবং কী পরিমাণ আগামীর জন্য সংরক্ষণ করবে এগুলো সম্পূর্ণ তার ইচ্ছার ব্যাপার। যে কুরবানীদাতার পরিবারের সদস্য সংখ্যা বেশি তিনি যদি সব গোশত তার পরিবারের জন্য রেখে দেন তবে এটারও সুযোগ রয়েছে। তবে ক্ষুধা ও দারিদ্রের সময় গরীব-মিসকিন ও পাড়া প্রতিবেশীর প্রতি লক্ষ্য রাখা

একদিকে যেমন মানবতার দাবি, অন্যদিকে তা একটি ঈমানী কর্তব্যও বটে। আর যার সামর্থ্য আছে তিনি যদি অল্প কিছু গোশত নিজেদের জন্য রেখে বাকি সব গোশত সদকা করে দেন তবে এটাও ভালো কাজ। মোটকথা, এই বিষয়টি শরীয়ত কুরবানীদাতার ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিয়েছে। এখানে অন্য কারো অনুপ্রবেশ অনুমোদিত নয়।

তদ্রূপ কুরবানীর চামড়ার বিষয়টিও শরীয়ত কুরবানীদাতার উপরই ছেড়ে দিয়েছে। কুরবানীদাতা শরীয়তের মাসআলা মোতাবেক যা ইচ্ছা তা করতে পারবে। এখানে অন্য কারো বাধ্যবাধকতা আরোপের কোনো অধিকার নেই।

(৩) মাসাইল জানা না থাকার কারণে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রশ্রোক্ত পদ্ধতিটি প্রচলিত হয়েছে এতে দেখা যাচ্ছে, একটি ব্যক্তিগত ও ঐচ্ছিক বিষয়ে অঘোষিতভাবে এক ধরনের বাধ্যবাধকতা আরোপের কারণে নানা ধরনের অশোভনীয় ও আপত্তিকর বিষয়ের অবতারণা হচ্ছে। যথা;

১. অনেক মানুষ নিজেদের বিবেচনা মতো কুরবানীর গোশত নানাজনকে হাদিয়া কিংবা সদকা করতে চান। তদ্রূপ চামড়াও নিজের বিবেচনা মতো সদকা করতে চান। কিন্তু এই সামাজিক বাধ্যবাধকতার কারণে অনিচ্ছা সত্ত্বেও সামাজিক রীতি অনুযায়ী কাজ করতে বাধ্য হন, নিজের স্বাধীন বিবেচনা মতো করতে পারেন না। অথচ হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে, 'কোনো মুসলমানের সম্পদ তার মনের সন্তুষ্টি ব্যতিত হালাল নয়। -মুসাদে আহমাদ; শুআবুল ঈমান

২. অনেক মানুষ আছেন যারা প্রত্যেকের হাদিয়া বা সদকা গ্রহণ করতে চান না। আর শরীয়তও কাউকে সকলের হাদিয়া বা সদকা গ্রহণ করতে বাধ্য করেনি। কিন্তু সামাজিক বন্ধনের কারণে প্রত্যেকেই অন্য সকলের হাদিয়া বা সদকা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। বলাবাহুল্য, এ ধরনের বাধ্যবাধকতাহীন বিষয়াদিতে বাধ্যবাধকতা আরোপ করা মোটেই দুরন্ত নয়।

৩. এ ধরনের ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা আরোপের একটি ক্ষতি হল, সমাজের লোকজনের মধ্যে একটি গুঞ্জন সৃষ্টি হয় যে, অমুকের সম্পদ সন্দেহজনক, অমুকের আয়-রোযগার হারাম, কিন্তু তার কুরবানীর গোশতও সবাইকে খেতে হচ্ছে! ইত্যাদি। এখন এ জাতীয় কথাবার্তা শুধু অনুমান নির্ভর হোক বা বাস্তবভিত্তিক উভয় ক্ষেত্রেই এ ধরনের আলোচনা-সমালোচনা দ্বারা সমাজের মধ্যে অনৈক্য ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় এবং ঝগড়া-বিবাদের সূত্রপাত ঘটে। এর দ্বারা একদিকে যেমন সামাজিক শান্তি-স্বস্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয় অন্যদিকে কুধারণা, গীবত-শেকায়েত এবং হিংসা-বিদ্বেষের গোনাহে লিপ্ত হতে হয়। তাছাড়া বাস্তবিকই যদি সমাজের কিছু মানুষ এমন থাকে যাদের আয়-রোজগার হারাম পছন্দ হয় সেক্ষেত্রে জেনেবুঝে তাদের কুরবানীর গোশত সমাজের সবার ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়া যে একটি গোনাহর কাজ তাতো বলাই বাহুল্য।

৪. প্রত্যেক এলাকায় গোটা সমাজের কুরবানীর গোশত কাটা এবং তা বন্টনের বন্দোবস্ত করার জন্য উপযুক্ত জায়গা থাকে না তখন স্বাভাবিকভাবেই কারো বাড়ির আঙ্গিনা বা বাংলা ঘর ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রে প্রতি বছর বাড়ির মালিক তার বাড়িতে এসব কাজকর্ম করার জন্য খুশি মনে অনুমতি দিবেন এমনটি নাও হতে পারে। অনেক সময় তো এ নিয়ে ঝগড়া-বিবাদও হতে দেখা যায়। কোনো কোনো স্থানে তো এমন কাণ্ডও করা হয় যে, কোনো উপযুক্ত জায়গা না থাকায় মসজিদের মধ্যে এই কাজ আরম্ভ করা হয়-নাউযুবিল্লাহ। এর দ্বারা মসজিদের সম্মান ও পবিত্রতা কী পরিমাণ বিনষ্ট হয় তাতো খুব সহজেই অনুমেয়।

৫. এরপর যেসব অঞ্চলে 'সমাজ' প্রথা চালু আছে, সব অঞ্চলের গোশত গ্রহণ ও বন্টনের পদ্ধতি এক নয়। বিভিন্ন পদ্ধতিতে এই কাজ করা হয়। প্রত্যেক পদ্ধতিতে ভিন্ন ভিন্ন সমস্যা ও আপত্তিকর বিষয় বিদ্যমান রয়েছে। সবগুলো আলাদাভাবে উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। কেননা, উল্লেখিত আপত্তিগুলোই এই মূল পদ্ধতি বর্জনীয় হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। যদি এই প্রথায় ভিন্ন কোনো সমস্যা না-ও থাকে তবু এ সমস্যা তো অবশ্যই আছে যে, শরীয়তের দৃষ্টিতে যে বিষয়টি ব্যক্তিগত পর্যায়ের কাজ ছিল এবং কুরবানীরদাতার ইচ্ছা-স্বাধীনতার উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল তাতে বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে। এই মৌলিক সমস্যাই উপরোক্ত প্রথা আপত্তিকর ও বর্জনীয় হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট।

এই সংক্ষিপ্ত ভূমিকার পর এবার উপরোক্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর শুনুন।

১. উপরোক্ত বিশ্লেষণ থেকে জানা গেল যে, শরীয়তের শিক্ষা মোতাবেক প্রত্যেককে তার কুরবানীর বিষয়ে স্বাধীন রাখতে হবে। কুরবানীদাতা নিজ দায়িত্ব ও বিবেচনামতো যাকে যে পরিমাণ হাদিয়া করতে চায় করবে এবং গরীব-মিসকীনকে যে পরিমাণ সদকা করতে চায় করবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় থেকে শত শত বছর যাবত এ পদ্ধতিই চলমান ছিল এবং এখনও সুন্নতের অনুসারী আলেম-উলামা ও ধীনদার মানুষের মধ্যে এই পদ্ধতিই চালু রয়েছে। এই পদ্ধতিই অবলম্বন করা জরুরি। বিশেষত এই ফিতনার যুগে নানামুখী ঝামেলা, মনোমালিন্য থেকে মুক্ত থাকার এটিই একমাত্র পন্থা এবং স্বাভাবিকভাবে সমাজের শান্তিপ্রিয় মানুষজনও এই পন্থা গ্রহণ করতে চান।

প্রশ্নে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে, কারো কুরবানীর অর্থ যদি হারাম হয় তবে সেই কুরবানীর গোশত ঘরে ঘরে পৌঁছানো শরীয়তের দৃষ্টিতে কেমন? এর উত্তর স্পষ্ট। যদি সুনির্দিষ্টভাবে কারো সম্পর্কে জানা থাকে যে, বাস্তবিকই তার কুরবানী হারাম উপার্জন থেকে হয়েছে তাহলে জেনে বুঝে এই কুরবানীর গোশত হাদিয়া বা সদকা হিসেবে বন্টন করা এবং ব্যবহার করা কোনোটিই জায়েয নয়। তবে কেবল ধারণা ও অনুমানের ভিত্তিতে কারো কুরবানীকে হারাম উপার্জনের বলে দেওয়া কোনোভাবেই উচিত নয়।

২. কুরবানীর পশুর চামড়ার বিষয়টি উপরোক্ত বিশ্লেষণ থেকে জানা গেছে যে, এ প্রসঙ্গে উপরোক্ত রীতি অবশ্যই বর্জনীয়। এই বিষয়টিও কুরবানীদাতার ইচ্ছা ও বিবেচনার উপর ছেড়ে দিতে হবে। তিনি মাসআলা মোতাবেক যে সিদ্ধান্ত নিতে চান নিবেন। জুমা ও ঈদের দিন মসজিদ ও ঈদগাহে এ বিষয়টি মানুষদেরকে ভালোভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে যে, কুরবানীর চামড়ার মূল্যের হক্কদার তারাই যারা যাকাতের হক্কদার এবং এই অর্থ সেসব ফকির-মিসকীনকে দেওয়াই উত্তম যারা দ্বীনদার কিংবা দ্বীনী শিক্ষা-দীক্ষার মধ্যে মশগুল আছে।

চামড়ার ব্যাপারে উপরে হাদীস শরীফের উদ্ধৃতিতে লেখা হয়েছে যে, কুরবানীদাতা তা নিজেও ব্যবহার করতে পারবে। তবে বিক্রি করলে এর অর্থ ফকির-মিসকীনের হক্ক হয়ে যায়। তাদের না দিয়ে এ টাকা কোনো ব্যক্তিগত কাজে কিংবা সামাজিক কাজকর্মে লাগানো জায়েয নয়।

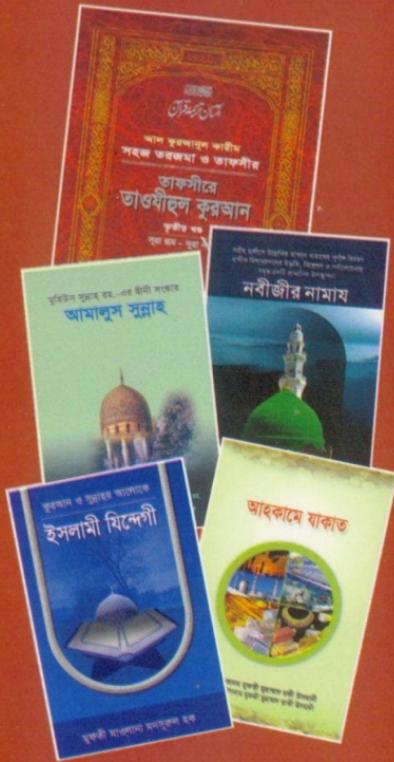
৩. চামড়ার পয়সা দ্বারা প্রশ্লোক্ত পদ্ধতিতে বকেয়া চাঁদা ইত্যাদি উসূল করাও জায়েয নয়। শুধু এতটুকুই ভাবুন, যে অর্থ সদকা করা জরুরি তা দিয়ে চাঁদা উসূল করা কীভাবে সঠিক হতে পারে?

প্রশ্নের শেষে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, 'আমরা যদি খুশিমত নিজ নিজ কুরবানী আলাদা আলাদাভাবে সমাজের গরীব-দুঃখীদের জন্য এক তৃতীয়াংশ দেই তবে তা শরীয়ত মোতাবেক হবে কি না? জ্বী হবে। ভূমিকায় উল্লেখিত হাদীস ও মাসাইল থেকে তা প্রমাণিত হয়েছে। তবে এক তৃতীয়াংশই সদকা করতে হবে এমনটি জরুরি নয় যার সামর্থ্য আছে তিনি এর চেয়ে বেশিও সদকা করতে পারেন। আর যার ঘরে প্রয়োজন রয়েছে তিনি এর চেয়ে কমও সদকা করতে পারেন। মোটকথা, এটা কুরবানীদাতার ব্যক্তিগত ব্যাপার।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে শরীয়তের আহকাম সঠিকভাবে বোঝার এবং আন্তরিকভাবে তার উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

সমাপ্ত

মাকতাবাতুল আশরাফ কর্তৃক প্রকাশিত
আপনার সংগ্রহে রাখার মতো কয়েকটি কিতাব



মাকতাবাতুল আশরাফ

ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৫৮৯৩০৮, ০১৭১২-৮৯৫ ৭৮৫
ই-মেইল: support@maktabatulashraf.net
ওয়েব সাইট: www.maktabatulashraf.net